শতদল। ২

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

শতদল।

শ্রীভুপেন্দ্রনাথ সান্যাল
প্রণীত।
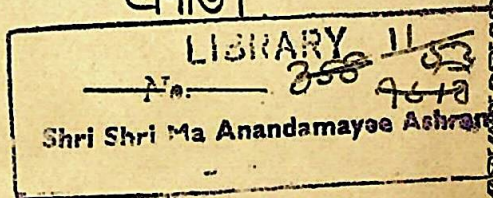
৺কাশীধাম—
মহামণ্ডল মুদ্রা যন্ত্রে
শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।
১৩৩৬।

 [মূল্য ৷৵৹ আনা।

সূচি-পত্র।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

আমি কবি নহি, কবিযশেরও প্রার্থী নহি। সে আশায় এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয় নাই। লোকের যেমন অনেক পাগলামি থাকে, এ লেখাগুলিও আমার সেইরূপ পাগলামির ফল বই আর কিছুই নহে। তবে সুখের বিষয় আমি কাহারও জন্য এ গুলি রচনা করি নাই, এ গুলি অবসর সময়ের আমার মানসিক বিনোদ মাত্র। কোন দিনই এগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে, তাহা আমার ধারণার অতীত। তবে কেন এগুলি বৃথা ছাপাইলাম, তাহারই কৈফিয়ত এই—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অবসর সময়ে আমি এই কবিতাগুলি লিখিতাম। ইহাতে বিন্দুমাত্রও কবিত্বের রস নাই। তবে আমার একটি ছাত্র ছিল, স্বর্গীয় কুসুমের মত তার হৃদয় খানি পবিত্র ও সরল ছিল। সে আমার অজ্ঞাতে আমার খাতাপত্র হাঁতড়াইয়া আমার এই কবিতার খাতা খানি আবিষ্কার করে। সে গোপনে গোপনে এই কবিতার একখানি সূচিপত্র প্রস্তুত করে, এবং একখানি উৎসর্গ পত্র আমার বিনা অনুমতিতেই খাতার মধ্যে একটী পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখে—তাহা এই—

"এই কবিতা পুস্তকখানি আমার প্রিয় শিষ্য শক্তিশেখরেশ্বর রায়কে উপহার দিলাম।"

পুরীধাম সন ১৩১৮। গ্রন্থকার—

সেই জন্যই এই পুস্তিকা খানি ছাপাইবার আয়োজন। শক্তিকে সুখী করিবার জন্য, আর কোন উদ্দেশ্য মাত্র ইহাতে নাই, থাকিতে পারে না। শক্তির ভ্রাতৃ বৎসল দাদা তাহির-পুরের মধ্যম রাজকুমার শ্রীযান্ শান্তিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর এম, এ, শক্তির অভিপ্রায় আমার মুখে অবগত হইয়া এবং তাহার স্বহস্তের লেখা দেখিয়া—এই কবিতাগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারই ব্যয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন এই আমার প্রার্থনা। আমার সমস্ত লেখাগুলি যে ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নহে। তবে তাহা ভালই হইয়াছে। এ গুলি বঙ্গ সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযুক্তই নহে, তবে শক্তির মতই আরও কোন সরল হৃদয় অনুরাগী থাকিতে পারেন যাঁহারা এই কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন, তাঁহাদের জন্যও এই প্রয়াস। যদি স্বর্গস্থ শক্তি এবং আমার কতিপয় ছাত্র ও অনুরাগীবর্গেরা আনন্দ লাভ করেন তাহা হইলেই আমার সব শ্রম সার্থক হইল।

৺কাশীধাম। } গ্রন্থকার—
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬। } শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

উৎসর্গ পত্র।

তাহিরপুরের স্বর্গীয় রাজকুমার শক্তিশেখরেশ্বর রায়ের
প্রীতি কামনায়—
তাঁহার পবিত্র নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি
সমর্পিত হইল।

স্নেহের শক্তি !

তুমি আজ কোথায় ? কোন্ পবিত্র স্বর্গপুরকে অলঙ্কৃত করে আছ তাতো জানিনা। কিন্তু তোমার অমর আত্মা নিশ্চয়ই আমার এই অন্তরের প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবে ইহাই আমার বিশ্বাস। আমার সকলের চেয়ে দুঃখ আজ ইহ জগতে তুমি নাই। এই পুস্তিকা খানি আজ মুদ্রিত হইল, তুমি থাকিলে কত আনন্দ করিতে, তোমার সেই আনন্দোৎফুল্ল মুখ খানি আজ যেন আমি মানস নয়নে দেখিতেছি। তোমার যে কত সাধ ছিল, এই কবিতাগুলি তুমি স্বয়ং প্রকাশিত করিবে। তাহা দেখিবার সৌভাগ্য আর আমার ঘটিল না। তবুও তোমার সঙ্কল্পিত বিষয় তোমার স্নেহময় দাদা কুমার শ্রীমান্ শান্তিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর সম্পন্ন করিয়া তিনি তোমার

সঙ্কল্প পরিপূর্ণ করিলেন, আজ তুমি সেই পবিত্র স্বর্গবাস হইতে তাহা অবলোকন কর। কয়েক বৎসর তোমার মধুর স্মৃতি ব্যথিত বক্ষে বহন করিয়া আসিতেছি, আজও এই চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তোমার প্রীতির জন্য তোমার অভীপ্সিত এই কবিতাগুলি তোমারই নামে সমর্পণ করিলাম। তুমি সেই স্বর্গ নিকেতন হইতে উহা গ্রহণ কর, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।

তোমার শোকে সন্তপ্ত—
তোমার মাষ্টার মহাশয়
শ্রীভুপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

স্বর্গীয় কুমার শক্তিশেখরেশ্বর রায়ের স্মৃতি।

—:০:—

জ্যোৎস্নার শুভ্রালোকে ভরে গ্যাছে দিক্
শব্দহীন নিশীথের কোলে,
মৃদু সমীরণ কুসুম সুরভি সহ
ধীরে ধীরে কোথা মিশে গেলে ?
ধ্যান মগ্ন যোগী সম প্রশান্ত হৃদয়ে
অফুটন্ত জীবনের ভাবগুলি লয়ে,
নির্ম্মম সংসার পাছে রাখে তোমা ধরে
নীরবে আঁখির আড়ে গেলে তাই সরে।
জানি মোরা সরোবরে প্রফুল্ল নলিনী
নাহি রহে চির প্রস্ফুটিত,
জানি মোরা হিমাংশুর কিরণ কোমল
নাহি রহে চির সমুদিত।
জানি মোরা বসন্তের ফুটন্ত কুসুম
চিরদিন নাহি রহে ফুটে,
সুখোন্মত্ত জীবনের কোন্ প্রান্ত হ'তে
তীব্র ব্যথা তীক্ষ্ণ হয়ে ছুটে।

জীবনের প্রতি দৃশ্য মরীচিকা সম
ক্ষণে ক্ষণে ধাঁধিছে নয়ন,
সব ভুল ভেঙ্গে যায় ক্ষণেকের পরে
ভাবি সব নিশার স্বপন।
জানি সব, তবু বৎস ব্যথিত হৃদয়
ঝরে জল নয়নের কোনে,
ভাবি যবে চলে গ্যাছ সুকুমার হৃদি
অজানিত কোন্ স্বর্গভূমে।
তখনি যে হতাশের দীর্ঘ উষ্ণশ্বাসে
ভুলে যাই জীবনের পথ,
তুমি যে অমর আত্মা মনে পড়েনাকো
কাঁদি হেথা তাই দিনরাত।
মনে পড়ে আমাদের ভ্রান্তি অক্ষমতা
সীমাবদ্ধ প্রীতি টুকু লয়ে,
মহাপ্রাণে চেয়েছিনু বাঁধিয়া রাখিতে
ক্ষীণ ছিন্ন স্নেহ ডোর দিয়ে।
জানি বৎস তব আত্মা থাকিতে নারিবে
এই ভূমি তব যোগ্য নয়,

ক্ষুদ্র সময়ের তরে তবু যেই স্মৃতি
রেখে গেলে ভুলিবার নয় !
প্রশান্ত হৃদয় তব সহাস্য বদন
ভরা ছিল স্বর্গের আলোকে,
বিধি যদি সেই নিধি লইল হরিয়া
চিরস্মৃতি রাখি শুধু বুকে ;—
কাজ নাই তবে আর এ মর্ত্তেতে এসে
এ সংসার নহে নিরাপদ,
কাজ নাই এ সংসার কণ্টক বহুল
অবিশ্বাস দুঃখের আস্পদ
টানিয়া রাখিতে তোমা করিনা প্রার্থনা
সংসারের বিষাক্ত বায়ুতে
পুণ্যের কিরীট তব শোভা পা'ক শিরে
পুণ্যময় অমর গৃহেতে।
যাও তবে শান্তিধামে স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্নালোকে
দেবতার পূত হস্ত ধরি,
লভ সেথা চিরতৃপ্তি শান্ত হ'ক বুক
বৃথা মোরা অনুতাপ করি।

যাও বৎস তব তরে আর কাঁদিব না

বৃথা তপ্ত অশ্রু তবে ফলিবনা আর

শাস্ত্র গুরু বাক্যে এই বুঝিয়াছি সার,

মরণ না হয় কভু অমর আত্মার।

যাও তবে অলকাতে লভহ বিরাম

জীবনের এই নহে শেষ যবনিকা।

এ জীবন অবসানে অনন্ত জীবন,

তোমাতে আমাতে হবে সেইখানে দেখা।

শতদল।

করুণা।

—:•:—

মোরে

লহ পদ তলে টানিয়ে

তৃষিত এ প্রাণে প্রেম সুধা দানে

তৃষা দাও তার মিটায়ে।

কামনা অনলে সদা প্রাণ জ্বলে

দাও জ্বালা তার জুড়ায়ে,

তব চরণধৌত শান্তি কিরণে

দাও গো স্নিগ্ধ করিয়ে।

যে তোমাকে চাহে, নিতে তাকে তুলে

আস কোথা হতে ছুটিয়ে,

অযাচিত কত করুণা মাথায়
পড়ে অবিরত ঝরিয়ে।
যে তোমায় নমি ভকতি কুসুমে
দেয় পদ দুটি সাজায়ে
(তারে) চরণ ছায়ায় জুড়াইয়া দাও
কত না আদর করিয়ে।
যে জন মলিন অতি দীন হীন
লুণ্ঠিত পাপ পঙ্কে,
(তুমি) অঞ্চলে ধুলি মুছায়ে তাহার
তুলে লও নিজ অঙ্কে।
এই প্রাণ যদি তোমাকে না চাহি
আর কিছু চাহে ভুলিয়ে,
(তখন) গোপনে গোপনে কি যে কাণে কাণে
বল তুমি মৃদু হাসিয়ে।
সরমে তখন নত করি শির
অশ্রু পড়ে যে ঝরিয়ে,
প্রেমেতে তখন পরশিয়া তনু
দাও সে অশ্রু মুছায়ে।

তোমার করুণা মর্ম্মে জাগিলে
সব ব্যথা যাই ভুলিয়ে,
নির্ভয়ে আমি পশিতে যে পারি
মরণের মাঝে হাঁসিয়ে।

—•:•:•—

প্রেমময়।

ঘোর আঁধারে ঘিরিছে দিক্, চমকি উঠিছে প্রাণ।
অশ্রু আসিছে নয়ন ছাইয়া, স্তব্ধ হৃদয়-গান॥
নিশীথ-রাত্রে স্বজন-বন্ধু অশ্রু-আকুল আঁখি।
ভাবিছে হতাশে বক্ষেতে মোর কম্পিত কর রাখি॥
হেথা হ'তে আজ সুদূর যাত্রা আমায় করিতে হবে।
কাতর করুণ নয়ন মেলিয়া ভাবিছে তাহাই সবে॥
হৃদয়ে আমার উঠিছে আজিকে চিন্তার কলরোল।
রোগের তীব্র দারুণ যাতনা বাধায়ে মহাগোল॥
অকারণে আসে নয়নে অশ্রু, কেঁদে ওঠে আজি প্রাণ।
নিখিল বিশ্ব ভরিয়া উঠিছে কি যেন শোকের গান॥

দুর্ব্বল দেহ কাতর ইন্দ্রিয় করিতেছে হাহাকার।
পারি না যেন গো বহিতে আর এই দুর্ব্বল-দেহ-ভার ॥
মূহুর্ত্তের তরে শূন্য দেখিনু নিরাশায় ভরা বুক।
স্বপনে তখন দেখিনু এ কি এ, কি বিস্ময় কি কৌতুক।
কে যেন বলিল, "ভ্রান্ত পথিক। মগ্ন কেন গো হতাশে?
ধরণীতে যাঁর অঙ্কেতে ছিলে, সেই দেখ আছে এ দেশে ॥
প্রথম নয়ন মেলিলে যখন এ ভবে জননী কোলে।
জননী-হৃদয় আকুল স্নেহেতে ভরিয়া যে জন দিলে ॥
অতুল সৌন্দর্য্যে ভরা এ বিশ্ব তরু লতা ফুল ফলে।
করুণা যাঁহার সূর্য্যে চন্দ্রে অনল অনিল জলে ॥
ভবে যবে এলে নিঃসম্বলে কিছু কি তোমার ছিল?
পরিচিত স্থান নহে তব এ—এত স্নেহ তবু এল।
হা অবিশ্বাসী। আবার যখন এ ভব ছাড়িয়া যাবে।
বেদনা তোমার বুঝিতে তথা কি বন্ধু কেহ না রবে?
এই কি কখন সম্ভব হবে ওরে ও পাগল মুর্খ?
করুণা তাঁহার সদা জাগ্রত বুঝ না এ ভেদ সূক্ষ্ম ॥
জন্মিবে বলে পিতা মাতা আগে যোগাড় করিল যেবা।
মরণের পরে আয়োজন যাহা সে ছাড়া করিবে কেবা?

জনম তোমার যেমন সহজ, সহজ তেমনি মরণ।
জনম-মরণ এ পিঠ ওপিঠ একেরই যুগ্ম চরণ॥
কর্ম্ম অন্তে রাত্রি বেলায় ঘুমাও যেমন সুখে।
জীবন অন্তে মরণের কোলে ঘুমাবে শান্ত বুকে॥
বিদায়ের পথে স্বজন বটে বিদায় দিয়েই থাকে।
এ পারের যারা ও পারের তারা খবর নাহিক রাখে॥

এ পারে ও পারে দুই পারে যিনি জাগিয়া নিয়ত র'ন।
করুণায় ভরা নয়ন যাঁহার স্নেহেতে গলিত প্রাণ॥
বিশ্ব জোড়া এ আঙ্গিনার পরে নিখিল নীল গগণে।
যাঁহার মধুর হাস্য-জোছনা উঠিছে ভরিয়া ভুবনে॥

সকল বিশ্ব প্রেমে আঁকড়িয়া আছেন জগত-বন্ধু।
বিশ্ব জগত বিনত চরণে, নদী যথা হেরি সিন্ধু॥

—০:#:০—

বিস্মৃতি।

—:০:—

যে গান আজিকে গাহিয়াছ তুমি আবার সেইটী গাও,
সেইটী গাহ গো বসিয়া তুমি।
যে সুর আজিকে জমিয়া উঠিল তোমার কণ্ঠস্বরে,—
সেইটি আবার গাহ গো তুমি ॥

বুঝিতে পেরিছি হে নাথ তোমার আজিকার এই গান,—
ওগো তোমার এই যে গান,—
যে ব্যথা তোমার জাগিতেছে প্রাণে, এইটী তাহারি সুর
এইটী ঠিক যে তাহারি তান ॥

আজি দিনের শেষে সন্ধ্যা-বায়ে পাখিরা গাহে গান।
কি গান তারা গাহিছে বসি উদাস করে প্রাণ ॥
সূর্য্য-কিরণ নিবিয়া আসে সুদূর পল্লী-ছায়ে।
উদাসভরে পরাণ মোর কাঁদিছে কারে চেয়ে ॥

সারা বেলাটুকু কাটিল ঘুরে আঁধার ঘেরিল এসে।
সাথে যারা ছিল গিয়েছে সবাই যে যার আপন বাসে ॥

মেঘে গেল ছেয়ে অম্বরতল তারা গুলি গেল ডুবে।
নিশার তিমিরে হিংস্র পশুরা ডাকিছে ভীষণ রবে॥
ঘন ঘোর ঘটা ঘনায়ে আসিল ত্রাসেতে সাহস টুটে।
অন্তবিহীন অকূল সিন্ধু গর্জ্জিয়া ফুঁপি উঠে॥
পরাণ আজিকে কাঁদিছে আমার কাঁদিছে পড়িয়া লুটে।
হা হা ক'রে ওঠে উতলা বাতাস, চমকিয়া প্রাণ উঠে॥
পথের বারতা শুধাব কাহারে ? কারে তো হেরি না আঁধারে
ঘাটেতে শুধু যে তরণীটী বাঁধা,—মাঝিরা কেহ ত নাহিরে॥
অজানা সিন্ধু সম্মুখে ওই চারিদিকে ঘনঘটা।
করুণাসিন্ধু। লুকালে কোথা গো তোমার দীপ্ত ছটা ?
কোথা তুমি আছ, দূরে কি নিকটে ? শুধাব কাহারে আমি ?
বড় ত্রাস আজি পেয়েছি মনেতে কোথা নাথ কোথা তুমি ?
এত নিকটেতে আছ মোর তুমি, নয়ন পায়না দেখিতে।
এত ভালবাস এত কাছে থাক, হৃদয় পারে না বুঝিতে॥
চিরদিন ওগো তোমার আদেশ ধ্বনিত হতেছে হৃদে।
নয়ন মেলিয়া দেখি না আমি তা, থাকি যে চক্ষু মুদে॥
দিক্‌দিগন্ত আঁধারে ঘেরা,—তোমার জ্যোতি ত আছে।
সকলে ফেলিয়া গিয়াছে, তা যাক্,—তোমার দয়া ত আছে॥

কত যে দিবস কত যে যামিনী, হেলায় গিয়াছে চলি ।
স্বরূপ তোমার দেখিনি যে প্রভু কখন নয়ন মেলি ॥
কতবার তুমি ডেকেছ আমাকে, শুনেও তাহা যে শুনিনি ;
কত কথা তুমি বুঝায়েছ মোরে, কখনো তা আমি মানিনি ।
চরণ-রেণু দাও এবে নাথ, অভয় দাও গো প্রাণে ।
হৃদি-বীণা মোর বেজে উঠে যেন তোমার মধুর গানে ॥
হৃদেয়েতে মোর ফুটে উঠে যেন তোমার স্নিগ্ধ জ্যোতি ।
দাও মোরে বর,—চরণে তোমার রয় যেন দৃঢ় রতি ॥

ঈশ্বরের ক্ষমা ।

—:০:—

হে বন্ধু, হে জীবনের অন্তরতম !
তোমার মধুর বাণী অন্তরে মম
পশেনা নিশ্চিত, তাহা বুঝিতে যে পারি,
ক্ষুধিত আকুল চিত্ত কাঁদে হা হা করি ।
বাসনা-সিন্ধুর সেই অন্তহীন তলে
কে মোরে টানিতেছিল দৈত্যসম বলে ?

যেতেছি ভাসিয়া কোথা জানিনাকো কিছু
বাসনা-তরঙ্গ মত্ত ধায় পিছু পিছু।
মোহের আঁধার আসি ফেলিছে আবার
জ্ঞানের নির্ম্মল জ্যোতি, তাই নাহি হেরি
মঙ্গল মুরতি তব, হে সত্য সুন্দর!
বুঝি না কত যে ভালবাস নিরন্তর।
তোমার আদেশ লঙ্ঘি কি ঔদ্ধত্যভরে
স্ফীত বক্ষে ভ্রমিতেছি তোমার সংসারে।
বৃথা অভিলাষ মোর বৃথা অহঙ্কার
ব্যর্থ হয়ে যায় সব কৃপায় তোমার।
আমি যাহা গড়ে তুলি ভেঙ্গে তুমি দাও
হেরি নাথ তব শুভ অভিপ্রায় তাও।
আমি যাহা করিতেছি শুধু তাহে তাপ
উঠিতেছে রুদ্র তেজে, দিতেছে সন্তাপ।
নাহি পাই শান্তিবারি স্বরগের সুধা
আশা তৃষ্ণা নাহি মেটে নাহি ঘোচে ক্ষুধা।
"কোথা শান্তি? কোথা শান্তি?" বলিয়া চীৎকারি
বেগে ছুটি বাসনার মরীচিকা হেরি।

ক্ষণপরে ভাঙ্গে মোহ, হেরি চারিদিকে
অনন্ত আঁধার আছে আবরি আমাকে।
নিরাশায় ভাঙ্গে বুক, নিদ্রালস-চোখে
কাহার করুণমূর্ত্তি হেরি যে সম্মুখে।
কাহার আশ্বাস-বাণী বাঁশরীর সুরে
গাহে, শুনি কি সঙ্গীত আমার অন্তরে।
এ অজ্ঞান সিন্ধুমাঝে কে উদিলে আসি
বিকশি কমলমুখে শুভ্র হাঁসিরাশি ?
জগজ্জনের সখা, রাজ-অধিরাজ,
হে মোর হৃদয়নাথ, এলে তুমি আজ!
তব পদে অপরাধ করিয়াছি কত
ভেবেছিনু দিবে প্রভু দণ্ড সেই মত।
আজি একি হেরি তব অপূর্ব্ব মুরতি।
দীপ্ত মুখে শোভে কিবা করুণার জ্যোতি!
মোহ-নিদ্রাঘোরে যবে আছিনু মগন
তব অপরূপ রূপ হেরিনি তখন
মোহ আবরণ যবে টুটিল আমার।
হেরিলাম তবরূপ একি চমৎকার!

সজল করুণ নেত্রে হেরিতেছ মোরে
কি স্নেহ ঝরিছে তব নয়নের লোরে।
মুহূর্ত্তে বুঝিনু নাথ হৃদয় তোমার,
কোন অপরাধ তুমি লওনি আমার।

———

শুভক্ষণ।

—ঃ০ঃ—

কবে যে আসিবে তুমি কোন্ শুভক্ষণে
জ্যোৎস্নালোকে অন্ধকারে নিশি কিম্বা দিনে ?
সুরম্য হর্ম্মের মাঝে স্বর্ণ সিংহাসনে
দীপোজ্জ্বল্য ধূপগন্ধ-মোদিত প্রাঙ্গণে
আসিবে তোমার রথ, হে ভুবনেশ্বর!
সচকিত করি মোর নিখিল অন্তর!
রজনীর অবসানে ঊষালোকে যবে
তারকার ক্ষীণ জ্যোতি ম্লান হ'তে রবে
অর্দ্ধফোটা বকুলের সুরভি-মদির
বহিয়া আনিবে ধীরে মলয় সমীর ;

ধীরে ধীরে নাড়া দিয়ে লতায় পাতায়
শিশির ছড়ায়ে দিবে শেফালিকা গায়;
অরুণ-আলোক-দীপ্ত নিকুঞ্জ-ভবনে
মুখরিত হবে বন বিহগ-কূজনে ;—
সেই ক্ষণে ওগো মোর হৃদয়-দেবতা।
তোমার পুষ্পক-রথ বাঁধিবে কি হেথা ?
অতুল শোভায় ভরা তোমার ভুবন,-
এই গ্রহ রবি চন্দ্র সুনীল গগণ,
সরিৎ সাগর শৈল নভঃ স্থল জল,
এই আলো অন্ধকার তরু ফুল ফল।
পিতা মাতা, পত্নী পুত্র, ভাই ভগ্নী-স্নেহ
এত প্রেম, এত প্রীতি, বন্ধু, দেহ, গেহ।
অতুল ঐশ্বর্য্য, পদ বিদ্যা, খ্যাতি, মান
দিয়া মোরে করিয়াছ এত যে সন্মান।
তারি মাঝে কোন্ খানে আছ তুমি নাথ
কি ভাবে আমার পানে কর আঁখিপাত ?
আমি জানি আরামের সোহাগের দিনে
হবে না কখন মম দেখা তব সনে।

রক্ত আঁখি পাকলিয়া যবে গো দুর্দ্দিন
একে একে দিবে মোরে করিয়া শ্রীহীন,
উপাড়িয়া দিবে মোর হৃদয় হইতে
একে একে সব আশা প্রচণ্ড আঘাতে,
বন্ধুহীন, আশাহীন, ধনহীন হয়ে
দীর্ঘপথ বাহি যাব অন্ধকার দিয়ে,
বিপদের অন্ধকার পথরুদ্ধ করি
আমারে গ্রাসিতে যেন আসিবে হুঙ্কারি ;
জনক জননী, ভ্রাতা ভগিনী, বনিতা,
জ্ঞাতি-বন্ধু-পরিজন, তনয়-দুহিতা
অভাবের নিপীড়নে ব্যথিত হইয়া
ম্লান মুখে মোর পানে রহিবে চাহিয়া ;
রোগক্লিষ্ট দেহভার বহিয়া বহিয়া
জীর্ণ কুটীরেতে ছিন্ন-কন্থা গাত্রে দিয়া,
অনশনক্লিষ্ট-বপু হীন অগৌরবে
এক মুষ্টি অন্ন তরে কাঁদিয়া ফিরিবে ;
মৃত্যুর ভীষণ ছায়া আসিয়া সন্মুখে
দেখাইবে বিভীষিকা কম্প আনি বুকে।

মিলিবেনা মুষ্টিমেয় ঘুরি সারাদিন
কেহ শুধাবে না কথা দেখিয়া শ্রীহীন।
সে দিনেও প্রসন্নতা যদি মম মুখে
নাহি হয় ম্লান কভু নমিয়া তোমাকে।
দুর্দ্দিনের রক্ত আঁখি রোগাতুর দেহ
যদি না আনিতে পারে কখন সন্দেহ
তুমি যে রয়েছ মোর চিরবন্ধু সখা,
তোমাছাড়া কভু আমি রহিনাকো একা।
ব্যাধির বিদ্রূপ শত, মরণের ছায়া,
অভাবের অভিযোগ, স্ত্রী-পুত্রের মায়া
কিছুতে না পারে যদি করিতে আঁধার
আমার হৃদয়-ক্ষেত্র, হে করুণাধার!
যদি নাহি ভুলি নাথ সে বিপদ কালে
তোমার প্রসন্ন মুখ মৃত্যুর আড়ালে।
সেই দিনে ওগো প্রভু সেই শুভক্ষণে,
তোমাতে আমাতে দেখা হইবে গোপনে।

মিলনের সময়।

—০:০:০—

সেই দিনে তব সনে আমার মিলন,
আসিবে দুর্দ্দিন যবে করিয়া গর্জ্জন
প্রমত্ত ক্ষুধিত হয়ে; দিবে উপাড়িয়া
একটি একটি করি ভীম বাহু দিয়া
আমার হৃদয় হ'তে বৃথা অভিলাষ,
বৃথা গর্ব্ব অভিমান বাসনা পিয়াস,
রিপুদের উত্তেজনা, দাসত্ব তাদের,
সর্ব্ব ক্লৈব্য, সর্ব্ব দৈন্য, জড়তা প্রাণের।
মৃত্যু মাঝে কোন ভয় রবেনা আমার
মৃত্যু আসি খুলি দিবে অমৃতের দ্বার;
কোন কষ্টে কষ্ট বলে থাকিবে না বোধ,
দুর্ব্বল অক্ষম জনে না থাকিবে ক্রোধ;
উদ্বেগ না রবে হৃদে, না রবে অভাব,
হেরিব বিধানে তব শান্ত শিব ভাব।

দুর্ব্বলে করিতে রক্ষা মোর দুটি বাহু
উদ্যত নিয়ত রবে, না শুনিবে কভু,
মরণ যদ্যপি আসে বরিবে মরণ,
শত্রুরেও অকারণ না করি পীড়ন।
থাকে যদি একটি মাত্র গাত্র-আচ্ছাদন
অর্দ্ধ তার দিতে হবে হলে প্রয়োজন।
অন্ন যদি স্বল্প মাত্র থাকে মোর ঘরে
দিতে হবে অংশ তার যে আসিবে দ্বারে।

রোগ-মসিমাখা দেহ, জীর্ণ, অন্নহীন,
ভয়াতুর, হৃতস্বাস্থ্য, অন্ধ, খঞ্জ, দীন
আশ্রয় যদ্যপি যাচে কাতর হইয়া
দিতে হবে দুটি স্নেহ-বাহু বাড়াইয়া।
সর্ব্বভূতস্থিত বিষ্ণু জানিয়া অন্তরে
করিতে হইবে পূজা পূর্ণ প্রেমভরে।
দুষ্ট অশ্ব যথা ধায় বিপথে নিয়ত,
দুরাশদ কাম আদি রিপুরা সতত
ফিরায় চঞ্চল করি এ মোর মানসে,—
রাখিতে তাদের হবে দৃঢ়ভাবে বশে।

পীড়িতেরে কায়মনে করিয়া শুশ্রুষা
ক্লান্ত নাহি হবে মন, প্রতিদান আশা
না রহিবে চিত্তে মোর, অনন্ত উদ্যম্
স্ত্রী বৃদ্ধ মানীদের রাখিতে সম্ভ্রম ।
সাধিয়া চলিতে পথে কর্ত্তব্য আপন
না রহিবে কোন মোহ, কোন আকিঞ্চন
প্রয়োজন হলে বিত্ত পুত্র পরিজন,
আপন শরীর আর সমস্ত বন্ধন,
করিতে হইবে ত্যাগ ; ক্ষোভ নাহি রাখি
মৃত্যু মুখে যেতে হবে নিশ্চিন্ত একাকী।
সুখ দুঃখ যাহা ঘটে লাভ কিম্বা ক্ষতি
আনন্দে লইতে হবে সব শির পাতি।
প্রভুর অস্তিত্বে রবে সুদৃঢ় নিশ্চয়
তাঁর পদে রবে মোর অনন্ত নির্ভর ।
তাঁহাতে আমাতে যোগ অনন্ত কালের
ইহাতে সন্দেহ কভু হবেনা মনের
তাঁহার চরণপদ্ম করিয়া চুম্বন
নিত্য তাঁর প্রেমে মগ্ন রহিবে এ মন।

সেইদিন শুভদিন আসিবে আমার
জাগিবে আমার চিত্ত আনন্দে অপার।
তাঁর পদস্পর্শে হবে দুঃখ বিমোচন
শোক দুঃখ জ্বালা সব ঘুচিবে বন্ধন।
সেইদিন আসে যেন সেই শুভক্ষণ
তাঁহাকে বরিতে পারি ত্যাজি ধন জন।
প্রভুর অহ্বান ভেরী বাজিবে যখন
না করি সন্দেহ যেন, না করি গোপন
আসিবে আমার গৃহে রাজ অধিরাজ
কি দিয়া ঢাকিব মোর দীনতার লাজ।
প্রভু যদি আসি হেথা চান যদি মোরে
ফিরায়ে না দিই তাঁরে যেন রিক্ত করে।
সম্বল যা আছে মোর নয়নের জল
তাই দিয়ে ধুই যেন চরণ কমল।

ভক্তের বিশ্বাস। *

ভক্তিতে হৃদয়ভরা উদ্বেগবিহীন
হে সৌম্য। বিশ্বাসী দৃঢ়। হে ভক্ত প্রবীণ।
নয়ন প্রেমাশ্রুপূর্ণ, বিশ্বাস গভীর,
নাহিক শূন্যতা কোথা, শুদ্ধ শান্ত স্থির;
উজ্জ্বল আনন দীপ্ত অটল বিশ্বাসে
হৃদয়ে ভরিয়া আছে কি প্রেম আবেশে
হৃদয় আজি কি তাঁর পেলে গো সন্ধান
প্রেমেতে বিহ্বল তাই তব মুগ্ধ প্রাণ?

---

* এ কবিতার মূলে একটী সত্য ঘটনাআছে শুনা যায়। তাহা এইরূপঃ—

দেশ তখন ঠগীদের অত্যাচারে—উৎপীড়িত; লুণ্ঠনকারীদের হস্ত হইতে নিজেদের জীবন ও ধনসম্পত্তি বাঁচাইবার জন্য সকলেই তখন সসব্যস্ত। ইংরাজ রাজার তরফ হইতেও এই ঠগী সম্প্রদায় দলনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে। কাজেই ঠগীরাও তখন আত্মরক্ষার্থ নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক নিজেদের লুণ্ঠনকার্য্য সাধন করিতেছে। লোকের মন সংশয় ও অবিশ্বাসে পূর্ণ, যেন সদা সন্ত্রস্ত, ফলেতে কৃত সাধুকে ভণ্ডবেশধারী ঠগী বলিয়া সন্দেহ ও

কি মন্ত্রে বিমুগ্ধ হিয়া হেরিতেছ আজি
ঘাতকের মুখে তাঁর স্নিগ্ধ জ্যোতিরাজি!
তাই তুমি মরণকে করিলে বরণ।
অক্ষোভে সহজে সহি সব নিপীড়ন—
হেরিলে কি মৃত্যুমাঝে ছায়া অমৃতের
বাজিয়া উঠিল হৃদে বীণা আনন্দের।
ভক্তিভরে হেরি তাঁকে মৃত্যুর আড়ালে
বলিলে প্রেমেতে "নাথ, এতদিনে এলে।

নির্য্যাতন হইতে লাগিল। এমনই এক দিনে হিমালয়ের তলদেশে ডেরাডুনের সন্নিকটে একদল সৈন্য সশস্ত্র হইয়া চলিয়া আসিতেছে—বিপরীত দিক্ হইতে কয়েকটী গৈরিক-ধারী সাধু আসিতেছেন—পথে সাক্ষাৎ। দেখিয়া ২ কি জানি কেন সৈনিকদের মনে সন্দেহ হইল, নিশ্চয়ই এরা সাধুর বেশে ঠগীর দল। সঙ্গে সঙ্গেই সৈনিকদের দলপতি তাহার বন্দুকের তীক্ষ্ণ সঙ্গীন দ্বারা সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী সাধুর অনাবৃত বক্ষদেশ বিদ্ধ করিল। সাধুর শোনিত ধারা প্রস্রবনের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইল। কম্পমান দেহে সাধু পড়িয়া গেলেন; মুখে কিন্তু আর্ত্তনাদ নাই

সরলতার বিশ্বাস। *

—•:•—

করুণ কোমলকণ্ঠে বলিলে যখন
এ ব্যথা বুঝিতে মোর আছে কোন্‌জন ?

চোখে তাঁর ভীতির চাঞ্চল্য বা বেদনার কাতরতা কিছু মাত্র নাই। এ অপূর্ব্ব দৃশ্যে সকলেই বিস্মিত রুদ্ধবাক। সে দেহ হইতে এক দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইল. পলক-হীন সে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে স্বর্গীয় ক্ষমার দিব্য আভা ফুটিয়া উঠিল, প্রশান্ত সে মুখমণ্ডল এক অভিনব সৌম্য হাঁসিতে দীপ্ত হইয়া উঠিল। হত্যাকারীর দিকে চাহিয়া শান্তকণ্ঠে সাধু হাসিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার মধ্যে যেন তাঁর আরাধ্য দেবতার দর্শন পাইয়া প্রেম গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন — প্রিয়তম। মনে পড়েছে কি আজ ? তাও ঘাতকের মুখস পরে। কিন্তু আর না, আমি যে তোমাকে ধরে ফেলেছি সখা—এস হৃদয়ে ব'স।" তারপর স্তব্ধ সে স্বর, রুদ্ধ সে শ্বাস, শান্ত সে বক্ষ।

---

* কবিতাটী—সত্যঘটনামূলক। ঘটনাটী এই প্রকারের :—

ভয় ভারাকুল চিত্ত উঠিল কাঁপিয়া
সঙ্গিনীরে সুধাইল"কে করিবে দয়া ?"
সঙ্গিনী ব্যথিত চিত্তে বলে "ওগো সই,
যাঁহার করুণমূর্ত্তি রহিয়াছে ওই—
করুণা হইলে তাঁর পাবে তুমি ত্রাণ
প্রেমভরে ডাক তাঁকে, তিনি কৃপাবান্।
হরিবেন তিনি তব যাতনা অশেষ,
হইলে তাঁহার দয়া রহেনাকো ক্লেশ।"
বলিল বালিকা অতি সরল বিশ্বাসে
"আমিই যে ডাকিতেছি জানিবেন কিসে ?"

আয়র্ল্যাণ্ডের এক হাঁসপাতালে নবম বয়সের বালিকা জেন্ অস্ত্র চিকিৎসা বিভাগে ভর্ত্তি হয়েছে তার গলদেশে এক অস্ত্রপ্রয়োগের জন্য। পরদিন প্রাতে তাকে অজ্ঞান করিয়া অস্ত্রকার্য্য হইবে,—এক দিন পূর্ব্ব হইতেই চিকিৎসক তাহাকে সেজন্য প্রস্তুত রাখছেন,—বালিকা তাহা বুঝিয়াছে। সরল শিশু হেঁসে খেলে বেড়াচ্ছে, তার আত্মীয়বর্গ নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখা শুনা করে গেছেন, নার্স

নীরব হইল বালা, সখী ক্ষণতরে
সবিস্ময়ে রহে মৌন ব্যাকুল অন্তরে।
মেলি বিস্ফারিত আঁখি আর্দ্র করুণায়
কি যেন ধরিতে গিয়ে ধরা নাহি পায়।
অবারিত মহাশূন্য—স্তব্ধ বাক্যহীন
তারি মাঝে কি সঙ্গীত হ'তেছে বিলীন।
হঠাৎ বিস্ময় টুটী সখী কহে উঠি,—
রাখ দেখি ভগ্নি তব বাড়ায়ে বাহুটি,

খুব যত্ন আদর করুছেন। এমনই স্বর্গীয় ছবির মত সৌম্য মুখখানি সে মেয়েটীর, এমনই স্নিগ্ধ তার স্বভাবটী, তাকে দেখিলে দেবীমূর্ত্তি বলিয়াই প্রাণ আকৃষ্ট হয়। এ হাঁস-পাতালে জেনের বড় সান্ত্বনা ও ভরসা এই যে তার পার্শ্বস্থ শয্যাতেই পেয়েছে সে একটী সমবয়স্কা বালিকা বন্ধু,—মেরী তার নাম। পরদিন প্রভাতেই অস্ত্রাঘাত হবে এই চিন্তায় সন্ধ্যার পরে জেনের শিশু প্রাণ একটু উদ্বিগ্ন হয়েছে, তার মধুর চাঞ্চল্য একটু যেন প্রশমিত,—ভয়কম্প কণ্ঠে সে বলিল—"ভগ্নি মেরি! ভয় হচ্ছে কল্যকার কথা ভেবে। কেহ কি আমাকে এ অস্ত্রাঘাত হইতে

বলিবে তাঁহারে—প্রভো এই বাহু যার
সে ডাকিছে, কষ্ট হ'তে কর তারে পার।"
সুগভীর রজনীর স্তব্ধ অন্ধকারে
হাতটী বাড়ায়ে বালা ডাকিল কাতরে।
অয়ি বালে অয়ি মুগ্ধে অয়ি গো ব্যথিতা
তোমার দুঃখের কথা সর্ব্বদুঃখত্রাতা
গভীর নিশার মাঝে শুনেছেন তিনি,
সে করকমলস্পর্শ পাইবে এখনি।

বাঁচাইবার নাই" তার এ করুণ প্রশ্নে মেরির কোমল প্রাণ স্তব্ধ—কি উত্তর দিবে সে? তাদের শয্যা দুটীর মাঝে দেওয়ালের গায়ে উপরে ঝুলিতেছিল খৃষ্টদেবের একখানি পুণ্যমূর্ত্তি। সেই চিত্রের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া ভক্তপ্রাণা মেরি বলিল, "বোন্, ঐ দেখ রক্ষাকর্ত্তা আমাদের। আহা কি করুণার সৌম্যমূর্ত্তি উনিই তোমাকে বাঁচাবেন, ডাক তাঁকে, জানাও তাঁরই কাছে বেদনার মিনতি তোমার। অবশ্যই শুনিবেন তিনি।" "ভগ্নি শুনেছি বটে মার কাছে যে তিনি সকলের রক্ষা-কর্ত্তা। কিন্তু আমার মত কতই না আর্ত্ত পীড়িত আছে

যাতনা সকলি তব হইবেক দূর
রাজিবে হৃদয়ে তব শান্তি সুমধুর।

* * * *

স্তব্ধ কোলাহল, মৌন মুখর অবনী
সুষুপ্তির শান্তি-ভরা অকথিত বাণী
স্নেহসিক্ত পশিল কি শ্রবণেতে তোর ?
স্তব্ধ বিহ্বল ভাবে তাই আছ ভোর ?

এবং তাঁর কাছে ত সকলেই নিজের নিজের বেদনা জানাচ্ছে। তা আমি ডাকিলে আমারই বাণী তিনি চিনিয়া লইবেন কিরূপে ? ক্ষণেকের তরে নীরব দুটী শিশুপ্রাণ। হাঁসিল যেন সে দিব্যমুখ খৃষ্টের ছবিতে। সমাধান হইল প্রশ্নের। কহিল মেরি হাস্যোজ্জ্বল মুখে — "পেয়েছি বোন্ উত্তর এ প্রশ্নের। তোমার হাতখানি বাড়ায়ে রাখ শয্যার উপরে আর শুইবার সময়ে ব'লে রাখ দেবতাকে—এই হাতখানি আমার দেখে চিনে নিয়ো ঠাকুর। এ উত্তরে জেনের প্রাণ বিশ্বাসের আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সে হাসিয়া বলিল "ঠিক বলেছ বোন্ রাতেরই মধ্যে কেমন সেরে যাবে রোগ আমার ঠাকুরের

কি দীপ্তি ভাতিছে আজি তব অঙ্গ ভরি,
কি স্বর্গ-সুষমা আজি তব মুখে হেরি।

* * * *

রাত্রি অবসান, ডাকে পাখীরা কুলায়,
সুরভি মলয় মৃদু ধীরে বহে যায়
অনিন্দিত আনন্দের স্বচ্ছ রেখাপাতে
দিগন্ত ভরিয়া উঠে বিমল প্রভাতে।

দয়ায়, বিস্মিত হবেন চিকিৎসক সকালে সুস্থ দেখে আমাকে।”

সেই ভাবে শুইল বালা—নয়ন দুখানি তার চিত্রের উপরে—। ক্রমে নিদ্রাবেশে হইল শান্ত পলক তার। নিশা হ’ল অবসান—এখনও নিদ্রিতা জেন্। বুঝি আজ ব্যথায় কাতর বড়—তাই কি ঘুমায় এখনও ? কিন্তু মুখে যে তার হাঁসির ছটা—নাই বেদনার লেশমাত্র। ডাকিল মেরী নিজ শয্যা হতে—নাহি উত্তর। আসিলেন নার্স্—চিকিৎসকও ক্ষণপরে।—কিন্তু জাগিল না জেন্—রাগ কি করেছে অভিমানিনী ? দেখিলেন চিকিৎসক কাছে গিয়া—নিদ্রিতা বালিকা—হাত একটী বাড়ায়ে তার,—

আর তুমি জাগিবে না এ জগতপরে
আর কোন কথা তুমি শুধাবেনা কারে।
সরল বিশ্বাস ভরে ডেকেছিলে যাঁকে
করুণানিলয় তোমা নিলেন কি ডেকে ?
তাঁর কোলে লভি আজি শান্তিভরা সুখ
জগতের পানে মাগো হ'লি কি বিমুখ ?
এ ধরার যত প্রেম প্রীতি ব্যবহার
সব ভুলে গেলি চুমি চরণ তাঁহার।
কি মাধুরী-মাখা আছে ও দুটী চরণে
সব ক্লেশ দূরে যায় পদ পরশনে।

কুসুম পেলব মুখখানি তার হাঁসিতে ভরা,—চোখ দুটী তার অর্দ্ধ নিমীলিত, চিত্রের দিকেই ছিল চাহিয়া নিদ্রার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বুঝিল সবাই—স্বর্গের সুষমারাশি যেন কে দিয়াছে ছড়ায়ে শিশুর বদনে—কই অন্যদিনত কেহ দেখে নাই এত সুন্দর সে মুখছবি। "জেন্, উঠ. জেন্। "—ডাকিল নার্স্, ডাকিল মেরী, ডাকিল চিকিৎসক—নীরব সে মূরতি। কাঁপিল খৃষ্টপট,—নীরবতা ভেদি উঠিল নীরব প্রতিধ্বনি—"জেন্, সে আমার জেন্, নিয়েছি

চির ধ্রুব চির স্নিগ্ধ সে দুটী চরণ
ভক্তি ভরে নত শিরে মাগি যে শরণ।

আমার কথা।

—ঃ:ঃ—

শত বার করি অপরাধ পদে
তবু নাহি গায়ে মাখ গো,
যতবার ধূলি ঝেড়ে দাও তুমি
ততবার ধূলি মাখি গো।
এত ভালবাসা হৃদয়ে তোমার
নিশিদিন আছে জেগে যে,
(আর) অবিশ্বাস মোহ কুহেলি আঁধারে
এ হৃদয় আছে গো ভরে যে।
দয়াময় তুমি দয়া বিতরণে
(তব) চরণে টানিয়া আন যে,

কোলে তুলে, ব্যথায় তার দিয়াছি শান্তি।—শান্তি। শান্তি।"

বাসনার শত জঞ্জালরাশি
(মোর) হাত ধরে তত টানে যে।
বারে বারে ভাবি তব রূপছবি
ভুলিব না আর কভু গো,
জানি না কেমনে ভুলি ও চরণে
বিষয় বিলাসে ভাসি গো।
মোহ-মদ-ভরে উঁচু শির করে
(যবে) ধরা সরাসম ভাবি গো,
অনন্ত বিস্তৃত তব রূপ রাশি
(তখন) হেরি যে জগত ভরা গো।
বিভব বিলাসে পাপ অভিলাষে
(যবে) গোপনে আপনি মাতি গো,
তোমারি রুদ্র মূরতি তখনি
হেরিয়া ত্রাসেতে কাঁপি গো।
যবে ভাবি আমি নিরালা এ ভূমি
করি পাপ যদি দেখে কে?
(তখন) সুন্দর বেশে হৃদিমাঝে বসে
আমাপানে চেয়ে হাঁস যে!

নিজ অভিলাষে বাধা কেহ দিলে
(যখন) মারিতে তাহাকে ছুটি গো,
(তখন) তারি হৃদি থেকে আস তুমি ছুটে
(হেরে) সরমে মরমে মরি গো।
অন্যের অভাব না করি পূরণ
(যখন) নিজ তরে পুঁজি করি গো।
(তখন) বিবেক জ্বালায়ে কর কশাঘাত
(বুঝে) ক্ষোভে দুঃখে সারা হই গো
আছি কূলে বসে কাঙ্গালের বেশে
আকুল তরঙ্গ হেরি যে,
সখা বেশে এসে হেঁসে পাশে বসে
(তখন) হৃদয়ে ভরসা ডার যে।
অকূল অপার ভব পারাবার
আঁধারেতে দিক্ ভরা গো,
(হেরি) তব রূপ জ্যোতি আঁধার মথিয়া
চারিদিকে ফুটে উঠে গো।
ভবের কিনারে অভাবের ঝড়ে

তব বাণী কাণে পশে না,
কি শুনিতে কভু কি শুনি যে প্রভু
বুঝায়ে কেহ তা দেয় না।
মরমের ব্যথা শোনে না কেহ তা
নয়নে সলিল ঝরে গো,
(তবে) তুমি যদি প্রভু রহ গো আমার
(আমি) আর কারে নাহি চাহি গো।
হৃদয়েতে বসে কি যে বল হেঁসে
মন প্রাণ মেতে উঠে গো,
কি সুধাতে মাখা সুধা হাতে সুধা
তব ভাষা কাণে পশে গো।
বারে বারে মোরে হাতে ধ'রে ধ'রে
শিখাতে যা মোরে চাহ গো,
হৃদয়ের স্বামি ভুলি তা যে আমি
ক্ষমা কর পায়ে পড়ি গো।

——::——

বিশ্বের মর্ম্মকথা।

—::—

জগতের এক কোণে কোন্ ক্ষুদ্র অংশে তার
লভিয়া জনম,
ছুটিতেছি চিরকাল কোন্ দীর্ঘপথ ধরি
আজন্ম মরণ।
নাহি ক্লান্তি নাহি ক্লেশ দূরতা না হয় শেষ
যত যাই পথ,
বেড়ে চলে অবিরাম, না জানি কেমন স্থান
কোথা সে জগত্।
অসীম কালের ছায়া ফিরিতেছে সাথে সাথে
পথ চিনাইয়া,
কার ওই পদ চিহ্ন বুঝি দেখা যায়, তাই
চলেছি ছুটিয়া।
কি সে পথ! কোথা গিয়ে এ বিশ্ব লভিবে চির-
লক্ষ্য জীবনের,
ক্ষুদ্র অণু হতে বিশ্ব অবিরাম ধায় নাহি,
শ্রান্তি ক্ষণেকের।
সংসারে জনমি চিরকাল অন্বেষণে ফিরে

কোথা সে অনন্ত সান্ত
পৃথিবীর মাঝে,
সব দিকে দিকে ছুটে বহুশ্রমে মর্ম্ম ফাটে
কর্ম্ম পাশে নাহি টুটে
বুকে শেল বাজে।
শেষে কাল ছুটে আসে, কোথা এ জীবন মিশে
শক্তি-হীন শূণ্য-প্রাণ
করে হায় হায় !
অনন্তের পানে চেয়ে "কি যেন হ'লোনা", ব'লে
অনাথ আশ্রয় হীন
কেঁদে চলে যায়।
ললাটে অতৃপ্ত রেখা মুখে বিষাদের ছায়া
লাজে মুখ অবনত
কাতর নয়ন,
নাহি সহচর সাথে একাকী জীবন পথে
দিবস রজনী হায়
কাঁদে যে পরাণ।
কি যেন পাবার ছিল, নাহি পেয়ে ছুটে যাই

চিহ্ন হীন অনন্তের
অজানা সে পথে,
কভু মনে হয় বুঝি রহিয়াছে স্থান মম
চির আকাঙ্খিত যাহা
একটু আগেতে।
কত যুগ যুগান্তর বহে গেল—ফিরিলাম
কতবার এই বিশ্ব
গ্রহ উপগ্রহে,
সন্ধান কভু কি তাঁর পেয়েছে হৃদয় মম ?
"না, না ,—তাই অবিরাম
চক্ষে অশ্রু বহে।
এই অতৃপ্তির ভাষা, করুণ রোদন শুধু
আমার তো নয় ইহা
বিশ্বের বেদন,
তাই মর্ম্ম ফাটা ব্যথা শোণিত-সঙ্গীত গাথা
গাহিতেছে কোটি কণ্ঠে
জীব অগণন।
আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডী মাঝে আপনার ক'রে

ধরিয়া রাখিতে চাই
বিশ্ব চরাচরে,
মোদের সে তুচ্ছ আকর্ষণ পারে না বাঁধিতে যে গো,
বিজলির মত তাই
কোথা যায় সরে ॥

কত ভালবাসি তাই ধরিয়া রাখিতে চাই
এ বিশ্বমানবে এই
আপনার কোলে।
সারাটা জীবনে এই এক চেষ্টা কত যুগ হতে,
তবু আপনার কেহ
হ'লো না তো ভুলে ॥

বিশ্ব মাঝে এক অতৃপ্তির কথা ফুটিতেছে
সব চেয়ে পুরাতন
"হবে মোর তুমি"
পেতেছি আসন হৃদে, ওগো এসে হেথা দেখ
সব ত্যজি তোমাকেই
বরিয়াছি আমি ॥

অণু পানে ধায় শত পরমাণু চিরকাল
প্রীতি প্রেম লয়ে বুকে
উচ্ছ্বসিত মনে।

এ জগতে অতিক্ষুদ্র সেও না থাকিতে চায়
ক্ষুদ্রত্ব লইয়ে তার
জগতের কোণে॥

উৎসাহ আবেগ পূর্ণ কর্ম্মের সঙ্গীত
পরিপূর্ণ করিতেছে
এ বিশ্ব ভুবন।

একটি মধুর শব্দ উঠিছে জগন্ময়
"কে আছ করিয়া লও
আমারে আপন"॥

অতি ক্ষীণ হ'ক তার হৃদয়ের ক্ষুদ্র বল
তবু সে বলিতে চায়
অন্য ক্ষুদ্র জনে,—

"এস মোরা এক প্রাণে মিলে দুটি ক্ষুদ্র প্রাণ
অন্তে মিশায়ে যাই
অনন্তের সনে"॥

নীলাম্বুর বক্ষ হ'তে ছুটিতেছে ঊর্ম্মিমালী
মানব হৃদয়োত্থিত
বাসনার মত।
গভীর গর্জ্জন সহ বলিছে তারাও কেঁদে
"একলা যেয়ো না রেখে
অনাথার মত"॥
তট কাঁদিতেছে পড়ি সমুদ্রের সঙ্গ তরে,
সমুদ্র কাঁদিয়া আসে
তাঁর পাশে ছুটে।
এইরূপে মহাপ্রাণ তরে ধায় ক্ষুদ্র প্রাণ,
বৃহৎ ক্ষুদ্রের প্রেমে
পড়িতেছে লুটে॥
পৃথিবী ছুটিয়া চলে নিত্য সূর্য্য পদতলে
তারে করিতে অর্পণ
আপন জীবন।
সূর্য্য ধায় আলিঙ্গিতে কোলে তুলে নিতে
ক্ষুদ্র এই ধরাটীকে
করিতে চুম্বন॥

জীবন মৃত্যুর মাঝে যাইতেছে ছুটে ছুটে
একেবারে তার মাঝে
করিতে প্রবেশ।
মৃত্যু আসি মাগিতেছে জীবনের কাছে হায়
পেতে তার মাঝখানে
একটু নিবেশ॥
প্রতি জীব যাচিতেছে ভাসি আঁখিজলে
বিশ্বাত্মার মাঝে হায়
লভিতে বিশ্রাম।
যিনি পরমাত্মা বিভু তিনি কি পারেন কভু
না দিয়ে আশ্রয় তারে
না দিয়ে বিরাম॥

প্রত্যর্পণ।

—::—

হৃদয় জুড়ানো ধন।
সকলি জানিছ তুমি

হৃদয়ের দুটি কথা
শোন তবু বলি আমি।

কত যে মধুর তুমি
এ জগতে নিরুপম
তুমি যে অমৃতময়
জগত জীবন ধন।

তুমি যে সুন্দর কত
নয়ন মোহিত তায়!
এ বিশ্ব জুড়িয়ে শুধু
তোমার মূরতি ভায়!

তুমি যে জগৎময়
তোমাতে জগৎ ভরা
জগতের প্রতি অণু
তোমার অণুতে গড়া!

অসীম নীলিমাকাশে
গ্রহ তারা শশি রবি
ফুটিয়া দেখায় যেন
তোমার অতুল ছবি।

জগতের প্রতি স্থানে
তোমার মহিমা লেখা
প্রকৃতির আবরণে
মূরতি রয়েছে ঢাকা
গোপনে বসিয়া সেথা
লুকোচুরি খেল নিতি
হাঁসিছলে চন্দ্রকরে
ফুটিছে জোছনা জ্যোতি।
সৌন্দর্য্য তোমার নাথ
ছড়ানো ভুবনময়
শিখিপুচ্ছে সে রূপের
আছে কিছু পরিচয়।
ঢেউগুলি বুকে তুলে
নদী গুলি বহে যায়
নাচিয়া নাচিয়া তারা
তোমার মহিমা গায়।
ঐ যে বিশাল গিরি
হিমগিরি নাম যার

কি সৌন্দর্য্য ঢালিয়াছ
গাহে সে তা অনিবার।
ঝলকিছে শৈলশির
শুভ্র তুষার ঢাকা
রবি কর সম্পাতে
হিরণ কিরণ মাখা।
নব কিশলয় সাথে
নবীন কুসুম ফুটে
বরণে গন্ধে তার
কানন উজলি উঠে।
অগণ্য তারকা ফুলে
গাঁথি হার সুচিকণ
সান্ধ্য-গগণ থালে
প্রকৃতি সাজায়ে দেন।
তোমার আরতি তরে
ল'য়ে নানা উপচার
বিশ্বের শোভন দৃশ্য
দেন তোমা উপহার।

প্রকৃতি সহস্রকরে
ভরি উপচার ডালা
বিহগ কূজন সহ
ফুটন্ত কুসুম মালা।
মহানন্দে মেতেছেন
সে পদে করিতে দান
ভক্তি প্রেম পুষ্পাঞ্জলি মাগি
আনন্দ অমৃত গান।
কোকিল কোমল কণ্ঠে
ধরিছে ললিত তান
রবি চন্দ্র নভো বায়ু
প্রেমভরে কম্পমান।
জলে স্থলে উঠিতেছে
আনন্দের কলতান
বিশ্বহৃদে বাজে যেন
অনাদি ওঙ্কার গান!
ষড় ঋতু অব্দ মাস
তিথি পক্ষ নিশা দিন

সকলে আসিছে সেজে
হ'তে ও চরণে লীন।
বহিছে মলয় বায়ু
গাছগুলি কাঁপে ধীরে
কুসুম সুরভি ঢালে
দিগন্ত মোদিত করে।
সরোবরে কমলিনী
তোমার আরতি তরে
কি শোভা সে ধরিয়াছে
পরাণ মোহিত করে
নিশির শিশির মাখা।
শেফালিকা ঝরে পড়ে
মনে হয় এ অঞ্জলি
তোমার চরণোপরে।
সাজায়েছ যাঁকে তুমি
এত না যতন করে
পুষ্পাঞ্জলি দেন তিনি
কত না ভকতি ভরে।

প্রকৃতির মত করে
আমার জীবন নাথ
সাজায়েছ কত ফুলে
করি কৃপাদৃষ্টিপাত।
আমি দিতে চাই ফিরে
তোমার দেওয়া এ প্রাণ
লবে কি অঞ্চল পাতি
দীনের এ ক্ষুদ্র দান ?
নাহিক নয়ন ভরা
হৃদয় রঞ্জন যাহা
প্রীতি সোহাগের ফুল
বল কোথা পাব তাহা
চন্দ্রের অমৃত নাই
গগণ-নীলিম শোভা
সে প্রেম হৃদয়ে নাই
ফুটন্ত কুসুম বিভা।
উজ্জ্বল জ্ঞানের ভাতি—
নাহি সে হৃদয়ে মোর

সাধন ভকতি নাই
স্নদৃঢ় প্রেমের জোর।
আমাকে তা দাও নাই
যা দিয়েছ তাই ভাল
রেখেছি তা সযতনে
নেবে কি নেবে না বল।
যা দিয়েছ লহ ফিরে
তোমার গচ্ছিত ধন
আমার আমিত্ব সহ
করি তোমা সমর্পণ।
আর কিছু নাহি মোর
সকলি তোমার দেখ
সব নিয়ে যেয়ো তুমি
শুধু এই দুটী রেখো—
কাঁদিতে তোমার তরে
রেখো নয়নের জল
আর্ত্তের মুছাতে অশ্রু
দিও হৃদে প্রেমবল।

আর যা সুন্দর থাকে
যাও ল'য়ে নিজধাম
আমি হেথা গাব ব'সে
তোমার মধুর নাম।

সর্ব্বময়।

——::○○::——

যদি তুমি দূরে থাক, কেমনে নিকটে যাব ?
কি করে তোমার কাছে প্রাণ খুলে কথা কব
আর কে শুনিবে কথা গভীর মরম গান ?
থাক দূরে শুনে মম ভয়েতে কাঁপিছে প্রাণ।
কে তবে বুঝিবে ব্যথা কে দিবে সান্ত্বনা বুকে ?
পরাণের দুঃখ গীতি কে আছে শুনাব তাকে ?
তবে কি শোন না নাথ দীনের করুণ গীতি
তবে কি আমার হৃদে ফোটে না তোমার জ্যোতি ?
তবে কি দূরেই আছ আমার নিকটে নাই ?
কেমনে তবে গো সখা তোমার নাগাল পাই ?

ও দুটি চরণ যদি নাহি পাব মনে হয়
জীবন ভারের সম, মরিতে বাসনা হয়।
এ জীবনে নাহি পাই, জীবনের পরপারে
পাব ত তোমাকে নাথ, বল তুমি কৃপা করে।
না, না, তুমি কাছে আছ; কে বলে দূরেতে থাক?
ঐ যে মধুর স্বরে জগৎ ভরিয়া ডাক।
ঐ যে গাহিছ গান হৃদয় শুনিতে পায়
তুমি আছ বহু দূরে এ কথা মনে না লয়।
এই যে হৃদয়মাঝে বসিয়া বাজাও বাঁশী
হাঁসি ভরা চাঁদ মুখে ডাকিছ আমাকে হাঁসি।
লুকোচুরি খেলনাকি কেহ না দেখিতে পায়
এখনি সাড়াটি দিয়ে তখনি সরিয়া যাও।
চপলার মত তুমি কর চিদাকাশে খেলা
ক্ষণেকে আবৃত কর আঁধারে আলোর মেলা।
কভু হৃদি বৃন্দাবনে বংশী-করে শোভা পাও
জীবাত্মা গোপিকার পরাণ কাড়িয়া লও।
কখন প্রকাশে শুভ্র-জ্যোতি তব মনোহর
কভু দুঃখ, শোক রূপ কভু মৃত্যু ভয়ঙ্কর।

প্রকাশ ও অপ্রকাশ এ সব তোমারি রূপ
তুমি বিশ্বমাঝে একা অব্যয় অনাদি ভূপ।
নিকটে থাকত তুমি তবু নাহি দেখি কেন ?
আমার কি আঁখি নাই দেখিতে পাই না যেন ?
কে বলে নিকটে থাক। সে যে তমঃ পরপার
সে পথ তুর্গম অতি শাণিত খুরের ধার।
অগম্য অস্পর্শ্য হ'য়ে দূরেতে থাকিবে যদি
তোমা তরে নিরমিলে কেন এ ব্যাকুল হৃদি ?
অথবা কাছেই আছ,—হৃদয়ে বুঝিতে পারি
শুধু যে জানি না কল, তাই কি ধরিতে নারি ?
ছোট ছেলে কানা হয়ে 'কানামাছি' খেলা করে
অন্যকে ধরিতে হায় বিফল প্রয়াস করে।
দয়ার্দ্র থাকিলে কেহ সেই খেলাসাথি মাঝে
দেখিয়ে যাতনা তার এসে ধরা দেয় নিজে।
হে সখা। তেমনি ভবে পেতেছ মধুর খেলা
কতদিন কত খেলি ফুরায়ে এল যে বেলা।
শেষ বেলা হয়ে এল দাও ধরা এইবার
তুমি যে দীনের বন্ধু দয়াসিন্ধু কৃপাধার।

জীবনের দীর্ঘ দিবা অপরাহ্ণ হের প্রায়
ভরিছে জীবন প্রান্ত ঘন অন্ধকার ছায়।
এইবার এস নাথ! এখনও কি অসময়?
হৃদয় কমল মম পরশ কমল-পায়।
নমিয়া চরণে তব নামাব হৃদয় ভার
এস নাথ, এস বন্ধু, সময় এসেছে তার।
আছ তুমি নিকটেতে শুনিতে পাও ত কথা
তবে কেন দয়াময় বোঝ না হৃদয় ব্যথা।
এস ক্ষণেকের তরে পদে করি প্রণিপাত
আজন্মের মনোসাধ মিটুক আজিকে নাথ।

অভয়।

—::—

সংসারের সুখ দুঃখ হাঁসি কান্না মাঝে
চেয়ে রয়েছি তোমার পানে
সংসারের (দীপ্ত) মরু মাঝে, তুমি যে ভরসা
কে যেন বলিছে কাণে।

জগতের উপেক্ষা আঁধার
ক্ষণেকের অভিমান আলো
তব মুখ চেয়ে কিন্তু
সব মোর লাগিয়াছে ভাল।
তুচ্ছ হৃদয় আশা ব্যর্থ চেষ্টা ভরে
আসে রুদ্ধ করিতে সে করুণার আলো
হৃদয়ের কত শত ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ
তোমার করুণা-স্রোতে সব ভেসে গেল।
চারিদিকে অভাবের ভীষণ গর্জ্জন
নীরব করিতে চায় হৃদয়ের গান,
বিষাদের গুরু অন্ধকারে ডুবে যায় হৃদয়ের আলো
তোমার চরণ পাণে প্রভু মোর তাই
আছি চেয়ে সারা দিন ডাকিতেছি কণ্ঠে ক্ষীণ
তব দরশন নাথ যদি কোথা পাই।
কাঁদিছে আকুল প্রাণ করি হাহাকার
কোথা নাথ কোথা তুমি প্রভু গো আমার
কবে তব করুণা নির্ঝর
আসিবে বহিয়া ধীরে,

ধৌত করি যত ক্লেদ পাপ
তুলিয়া লইবে মোরে,
চরণ পরশ পেয়ে হৃদি শতদল
আনন্দে উঠিবে জাগি প্রেমে টলমল।
তব পদ-মকরন্দে আকুল এ প্রাণ
করিতেছে যুগ যুগ তোমার সন্ধান।
সর্ব্ব অশান্তি জীবনের ভ্রান্তি অসমতা
সব ডুবে যায় নাথ ও চরণ তলে
দেখি যে মহিমা তব ভাসিছে অনন্ত বিশ্বে
মুগ্ধ হয়ে ছুটে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহদলে।
তুমি যে নিকটে আছ বুঝিয়াছি এইবার
স্নেহেতে পরাণ ভরা তাও বুঝিয়াছি
সংসারের মায়া মোহ প্রীতি প্রেম রাশি
তাই তব মুখ চেয়ে তুচ্ছ করিয়াছি।
মরণের বিষাদিত ছায়া জীবনের শত অভিশাপ
ফিরিতেছে সাথে সাথে তবু নাহি ভয়
"মিথ্যা ভয়, মিথ্যা শোক" কে যেন শুনিয়ে মোরে
ভরসা দিতেছে, প্রাণ পেয়েছে অভয়॥

দীন উপহার।

—:**:—

নাথ হে।

তব রম্য উপবনে ফুটিয়াছে কত ফুল
চুনি একটি লয়েছি তার,
যতন করিয়ে সেটি এনেছি তোমার কাছে
লও প্রভু প্রীতি উপহার।

তোমারি বৃক্ষের ফুল লয়ে তব কাছে মাঙ্গি
গাঁথিয়াছি একগাছি হার
তোমারি প্রেম প্রীতি লয়ে তব কাছে নাথ
আসিয়াছি দিতে উপহার।

দীন অভাগিয়া আমি কি আছে আমার বল
ক্ষুদ্র-ফুল দীন-উপহার,
মাখিয়া প্রেমাশ্রুজলে কত ব্যথা বহে বহে
পদ প্রান্তে এনেছি তোমার।

কত যে সঙ্কোচ মোর কহা নাহি যায় কিছু
চরণ না চলে যেন আর,

কি করুণা মাখা হিয়া ওই পদ পরশিয়া
ঘুচে গেল সঙ্কোচ আমার।
কত সমাদর করে পরশি অভয় করে
দিলে মোরে কত যে সম্মান,
নিজ কাছে বসাইলে অনৈক্য ঘুচায়ে দিলে
করে নিলে তোমার সমান।

অধমের প্রতি এত কি করুণা অবিরত
কিবা তব বিশাল হৃদয়;
মরি মরি কি মাধুরী ওই হৃদে ডুবে মরি
আর যেন উঠিতে না হয়।
তব প্রাণ ভরা হাঁসি ওই বুক ভরা প্রেম
উথলিছে প্রেম পারাবার,
হৃদয় করুণা মাখা ছল ছল দু'টি আঁখি
কি সৌন্দর্য্য অসীম অপার।

চরণ কমল' পরে ভকত মানস অলি
গুঞ্জরি ধায় শত বার,
করুণা সাগর তুমি বঞ্চিত না হয় যেন
তব কৃপা, এই দুরাচার।

ভব কাণ্ডারী।

——:*:——

কিসের লাগিয়া এ ভবে আসিনু
কি কাজে জীবন যায়
জনম লইয়া মানুষ দেহেতে
কি ফল হইল হায়।
এ কাল সলিলে ভরসা না পাই
কখন ডুবে বা যায়,
মোহের তরঙ্গ কুবাসনা ঝড়
ভীষণ তুফান বয়।
যে দিকে নেহারি ঘোর অন্ধকার
অকুল পাথার হেরি,
অতল জলধি সাঁতার জানি না
কোথাও নাহিক তরি।
পড়িনু বিপাকে ডাকিব কাহাকে
বুঝি বা যায় এ প্রাণ,
কাহার চরণে লইব শরণ
কে মোরে করিবে ত্রাণ।

ভব কূলে আসি আঁখি জলে ভাসি
কাহারো দেখা না পাই,
জানি না কি বলে ডাকিব কাহাকে
হুতাশে শূণ্যে চাই।
ভুরু ভুরু করে হিয়ার ভিতরে
থর থর প্রাণ কাঁপে,
নয়নে সলিল ঝর ঝর ঝরে
স্মরিয়া আপন পাপে।
কাঁদি, আর কারে ডাকি বারে বারে ;
কিরূপ দেখিনু হায়,
ভূতলে গগণে এ কি অপরূপ
রূপ যে প্রকাশ পায়।
বাঁশরীর সুরে কে ডাকে আমারে
প্রাণে যে শুনিতে পেনু,
"এস সখা" বলে সুমধুর সুরে
বাজায় মোহন বেণু।
আসি ভূমণ্ডলে বদ্ধ মায়া-জালে
বড় যে পেলাম দুঃখ,

ওই হাঁসি মাখা করুণায় আঁকা
হেরিয়া কমল মুখ—
ঘুচিল আমার জনম মরণ
বাঁধন যাইল টুটি,
চরণ কমলে মধুকর সম
অমিয়া লইগে লুটি।
প্রাণ সখা মোর আয়ু হ'ল ভোর
কিরূপে হইব পার ?
বেলা গেল বহি দেখ তুমি চাহি
পাথেয় নাহি যে তার।
দীনের সম্বল ও পদ-কমল
সকল ধনের সার ;
ভব পারাবার সেই হয় পার
তুমি গোষ্ঠবঁধুয়া যার।

প্রার্থনা।

—::••::—
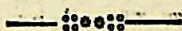
হে নাথ !

বাজাও তব মধুর বীণা

সমস্ত হৃদয় পুরে　　　　কোমল মধুর সুরে

বাজুক দিগন্ত ভ'রে তোমার বীণা।

বিশ্বমাঝে উঠিতেছে অপূর্ব্ব গীতি

তোমার মধুর বাঁশী　　　　ডাকিছে নিতি

বিশ্ববাসীগণে ;

জগতের কোলাহলে শুনিতে না পাই

তোমার মধুর বাণী ;　　　　শূণ্য পানে চাই

ব্যাকুলিত প্রাণে।

প্রথম বসন্ত প্রাতে　　　　কোকিলের মত

শূন্য পূর্ণ করি,

কি গান গাহিছ নাথ　　　　কোথা হতে তুমি

দিবস শর্ব্বরী !

জগতের কোলাহলে শুনিতে পাইনি

তব কলকণ্ঠ নাথ ; বুঝিতে পারিনি
তাই মোহ ঘোরে,
ছুটে ছিনু চারিদিকে কাহাকে খুঁজিতে ;
শূন্য এ হৃদয়াসনে কাহাকে বসাতে
পূর্ণ প্রেম ভরে।
নয়নে ছিল যে মোহ দেখিনি তোমার
অপরূপ রূপ
আজি এ উষার নবীন আলোকে তব
ওহে বিশ্বভূপ—
হেরি অপরূপ জ্যোতি ; বিশ্ব বীণা বাজে
কি মধুর রবে ;
তব পদতল ঘেরি সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ
ঘুরিতেছে সবে।
এস নাথ ! এস আজি, শূন্য পূর্ণ করি
বাজাও গো বীণা,
ঝরিয়া পড়ুক ঊষার কিরণ সাথে
তোমার করুণা।

অভিলাষ।

এ সংসার যেইরূপ কাড়িয়া লয়েছে মোরে
সেইরূপ কাড়ি লহ তুমি
আপনার পদপ্রান্তে রাখ জোর করি মোরে
প্রভু মোর হৃদয়ের স্বামি!
সংসারের মায়া-মোহ সদা টানে তার দিকে
তুমি টান তব পদ পানে,
বৃথা সুখ বৃথা আশা হৃদি হতে মুছে যাক
তুমি থাক হিয়া মাঝখানে।
সংসারে নিয়ত হেরি দুঃখ শোক মৃত্যু ব্যাধি
হৃদি মোর উঠে সদা কেঁপে,
অমৃত অব্যয় তব শাশ্বত অভয় পদ
থাক্ মোর হৃদি খানি ব্যাপে।
নয়ন দেখিতে চায় বাহিরের দৃশ্য যত
কর্ণ মুগ্ধ সংসারের গানে,
নাসিকা যে গন্ধ পায় তাহাতেই মজে হায়
আর নাহি চাহে কিছু পানে।

এস নাথ তুমি এ হৃদয় মাঝারে ব'স
শোভাময় গীত গন্ধ ভরা,
হৃদয় আকুলি এস নয়ন মোহিয়া এস
প্রভু মোর পাপী পার-করা।
মোহন বেশেতে সখা দাও একবার দেখা
মুগ্ধ হয়ে হেরি শূন্যবাক্
সংসারের সুখ দুখ সব বিষাদিত মুখ
তব স্পর্শে সব মুছে য'াক।
একবার ডাক নাথ বাঁশরী বাজায়ে তব
মোহ মুগ্ধ আমাদের প্রাণ,
তোমার বাঁশরী রবে জাগুক চেতনা তার
হৃদয়ে ব্যাকুল ভরা গান।
ঊষার কিরণ হয়ে স্পর্শ কর গাত্র মম
জল হয়ে কর তৃষ্ণা দূর,
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা দিতেছ তাহাতে ধরা
সমীরণে পরশ মধুর।
সব ক্লেশ ঘুচে যাক্ সব দৈন্য মুছে যাক
তব ওই চরণ পরশে,

অন্তর বাহিরে তুমি সারা বিশ্ব মাঝে তুমি
তব জ্যোতি সবেতে প্রকাশে।
তোমার চরণ ছুঁয়ে চাওয়া পাওয়া মিটাইয়ে
তব মাঝে ডুবি একবারে,
হৃদয় মন্দির ভরি তোমার প্রতিমা নাথ
হেরি আর নমি বারে বারে।

আদর্শ দর্শনে।

কে তুমি হৃদয় মাঝে
হৃদয় করিয়ে আলো
দাঁড়ায়ে রয়েছ ওগো
বড় যে দেখিতে ভাল!
অত মনোরম রূপ
জগতে আর তো নাই
বল বল প্রিয়তম
তুমি কি আমার তাই।

কত যে রবির কর
চন্দ্র কিরণ মালা,
সুন্দর মুখটিতে
নিয়ত করিছে খেলা।
কত কোটি নন্দনের
পারিজাত গন্ধে ভরা
ওই দেহ হতে উঠে
পরাণ পাগল করা।
পদ নখ হতে কেশ
সকলি সাজানো যেন
হৃদয় মাতানো রূপ
কভু তো দেখিনি হেন।
মানস তুলিকা দিয়া
মনের মতন করে
কে যেন অতুল রূপ
ঢেলেছে সাজন্ত করে।
উজল নয়ন কোণে
বিমল হাঁসিটি আঁকা

শিরেতে মদন-জয়ী
কিরীট ময়ূর পাখা।
গুচ্ছ বেণী-বদ্ধ চূড়া
চটুল চিকণ কেশ
সুন্দর অলকা শ্রেণী
দুপাশে দুলিছে বেশ।
অধরে লোহিত রাগ
শোভায় মদনমথ
ভ্রমর কমল ভ্রমে
নিয়ত চুম্বন রত।
রঞ্জিত চরণ দু'টি
শিঞ্জিত নুপুরবরে,
হেরিলে সে নখচন্দ্র
নিমিষে পরাণ হরে।
নয়ন রঞ্জন মুখে
উঠিছে কমল বাস
ব্যাকুল মানস অলি
নিয়ত পরশে আশ।

প্রেমেতে গলিত আঁখি
কারুণ্য লাবণ্য ভরা
যে দিকে ফিরাই আঁখি
হেরি যে জগত জোড়া।
ভুবন ভুলানো বাঁশী
শোভিত বিমল করে
সে বাঁশী বাজাও যবে
পুরুষ-চেতনা হরে।
নিয়ত আহ্বান কর
জীবকে বাঁশরী সুরে
কি গান গাহিছ নাথ
মধুর মিলন তরে!
সেই প্রেম সঙ্গীতের
মোহন মধুর সুরে
জীবের হৃদয় হ'তে
মিলন আবেগ স্ফুরে।
ভুবন ভুলানো রূপ
হৃদয় জুড়ানো আঁখি,

এমন দ্বিতীয় নাই
রূপের শেষ এ না কি ?
যখন এমনি সাজে
হরিয়া এ মনঃ প্রাণে
বিরাজ হৃদয় সখা
হৃদয় কমলাসনে ;
তখন এ দেহে সখা
থাকেনা দেহের ভান
হৃদয়ে নয়নে সদা
বহে যে প্রেমের বাণ।
আঁখির নড়ে না পাতা
পলকে প্রলয় হয়
স্তম্ভিত সকল অঙ্গ
ক্রিয়া কারো নাহি রয়।
মধুর রুচির কান্তি
অনঙ্গ বর্দ্ধনকারী
কিবা অপরূপ শোভা
সব শোক নাশকারী।

জানিনা জীবন গঙ্গা
কবে শতমুখী হয়ে
মহাসিন্ধু তুমি নাথ
তোমাতে মিশিবে ধেয়ে।
তুমিও তখনি মোরে
ডাকিবে আদর করে
সব সুখ দুঃখ নাথ
ভুলিব তোমায় হেরে।
বল প্রভু বল মোরে
কবে নিজ জন ব'লে
দিবে স্থান দয়াময়
স্নিগ্ধ ও চরণ তলে।
সংসারের মোহ কূপে
আমি যে ডুবিয়া আছি
তুমি যে আমার নাথ
তাও তো ভুলিয়া গেছি।
কত যুগ বহে গেল
হলো না কি অবসান

বড় দীর্ঘ পথ নাথ
এবে যে কাতর প্রাণ।
আমি যে অনাথ বড়
আমা সম দীন নাই,
দীননাথ এই বার
চরণে দাও গো ঠাঁই।
তুমি যে মঙ্গলময়
মহেশ্বর জগতের,
দাও ভক্তি, পূর্ণ কর
সাধ এই সেবকের।

তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

অনন্ত সাগর বুকে নদী ধায় শত মুখে
একেবারে যায় ডুবে আর কভু উঠে না,
কোন খানে ছুটে যায় কুল মান ভেসে যায়
জাতি পাঁতি মুছে যায় আর কভু জাগে না।

তেমন কবে বা হবে প্রাণ গিয়ে প্রবেশিবে
তব মাঝে প্রাণসখা আর নাহি জাগিবে,
একমাত্র রবে তুমি আর কিছু নহে স্বামি
তব মাঝে "আমি" মোর চিরতরে ঘুমাবে।
আকুল নয়ন মোর দরশন আশে ভোর
হৃদয় জাগিয়া আছে তব পথ চাহিয়া
কবে চুপি চুপি আসি আমার হৃদয়ে পশি
তব প্রেম সুধা হাঁসি লবে মোরে হরিয়া।
ওগো মোর চিত চোর একান্ত ও পদে তোর
দিনু প্রাণ যৌবন সকলি তো সঁপিয়া,
প্রিয়তম ফিরে চাহ শুধু দৃষ্টি ভিক্ষা দেহ
কত যুগ বসে আছি তোমারি তো লাগিয়া।
কত কাল ফিরিতেছি পথে পথে ঘুরিতেছি
তোমার পরশ লাগি পরাণের অমিয়া,
দেখা না পেলাম তব প্রাণে উঠে নব নব
অসীম পিয়াসা হের ফাটি যায় ছাতিয়া।
যত দিন রাত কাটে প্রাণে হাহাকার ছুটে
নিশিদিন ঝর ঝর ঝরিতেছে আঁখিয়া,

বিরহ বেদনা ভার সময় কাটে না আর
হৃদয় পাগল প্রভু দরশন লাগিয়া।
এস ওগো প্রাণ বঁধু হৃদয় কমল মধু
তব তরে অন্তরে রেখেছি তা ঝাঁপিয়া
আসিবে আসিবে এই কত আশা হৃদে বই
তুমি নাথ্ আস কই নিশি যায় কাঁদিয়া।
এই ধন জন গেহ এই মন প্রাণ দেহ
লহ মোর সব লহ, লহ মোরে লুটিয়া
ধরম করম জ্ঞান, গরব গরিমা মান
দিয়েছি সবি তো আমি ঐ পদে ঢালিয়া।
হৃদয় কমল মোর পরশ আবেশে ভোর
নয়ন তৃষিত মোর যুগ যুগ জাগিয়া,
থাকিতে পারি না একা দাও স্পর্শ সুধামাখা
এস প্রাণে প্রাণ-সখা হৃদয়ের অলিয়া।

অন্ধের নিবেদন।

অন্ধ হয়ে বসে আছি করম ফলে
কে দাও আলো চোখে মোর সন্ধ্যা সকালে ?
বসে বসে তাই যে আমি ভাবি গোপনে
কে তুমি তাই শুনছ বসে মনের আড়ালে ?
দেখা দিয়ে নিমেষ কেবল কোথায় লুকালে
প্রাণের ক্ষুধা বাড়িয়ে দিয়ে প্রাণকে কাঁদালে।
কেন ওরূপ প্রকাশ করে নয়ন মজালে।
ধরাই যদি দিবে নাকো কেন আসিলে ?
ভালবাসার কথা কয়ে মনকে ভুলালে
ফাঁকী দিয়ে আমায় শুধু মায়ায়জড়ালে।
কেন তুমি অমন করে আমায় ডাকিলে ?
হাঁসি মুখে আমার পানে কেনই তাকালে ?
কপট করে সরে গেলে চোখের আড়ালে
ছাড়বো নাকো তোমায় বঁধু এবার আসিলে।

আর আমাকে দিওনা দুঃখ দুঃখের কপালে,
এসে আমায় পরশ কর চরণ কমলে।
জীবন সখা বস এসে প্রাণের আসনে,
ধুয়ায়ে দিই চরণ তব আঁখির সলিলে।

মরণ।

হে মৃত্যু হে বন্ধু মোর
হে চির আশ্রয়
তোমার অমৃত-দ্বার
খোল আজি দেখি,
এক বৃন্তে মোর সাথে
ফুটেছিল যারা
তোমার ভবনে তারা
রহিয়াছে না কি ?
হে আঁধার হে জীবের

নিত্য নিকেতন
পলকে পলকে কোথা
বাঁধি প্রেম ডোরে
বিশ্বজীবে লইতেছ
নিজ বক্ষে টানি
বিশ্ব হতে অবিরাম
কোন্ অন্তঃপুরে ?

অনুমান।

—:**:—

এই বুঝি সখা আসিল
আলোকে আলোকে পুলকে পুলকে
মনঃ প্রাণ ভরে উঠিল।
এ কি রূপ এ কি জ্যোতি
এ কি প্রাণে প্রাণে মিলন মিনতি
এ কি পরিপূর্ণ সব শূণ্য হৃদয় ভরিল।

গগনে গগনে চমকে জ্যোতি

ভূলোকে দ্যুলোকে এ কার আরতি

কাননে কাননে কুসুম পাঁতি

হাঁসিয়া জাগিয়া বসিল।

কোন ফুলময় দেশ অজানা

সেথা হতে বাজে এ কি বাজনা,

নর নারী সবে মহা উৎসবে

প্রাণে প্রাণে আসি মিলিল।

এ কি আনন্দ এ কি হাঁসি

কুঞ্জে কুঞ্জে বাজিছে বাঁশী,

স্নিগ্ধ কিরণে সব দিশি দিশি

আকুল করিয়া তুলিল।

নয়নে নয়নে হাস্য জ্যোতিঃ

হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন গীতি,

এ কাহার পরশে হৃদয় সরসে

মুদিত কমল ফুটিল।

এ কি আকুল মিলন বেগ

এ কি ঘন ঘন বিরহ মেঘ,

এ কি করুণ বেদনে হৃদয়ে দারুণ
প্রেম পরিমল ছুটিল।

প্রীতি উপহার।

নাথ হে,

তব রম্য উপবনে ফুটিয়াছে কত ফুল
চুনি' একটী লয়েছি তার,
যতন করিয়ে সেটি এনেছি তোমার কাছে
লও প্রভু প্রীতি উপহার।
তোমারি বৃক্ষের ফুল লইয়া তোমার কাছে
গাঁথিয়াছি এক গাছি হার,
তোমারি প্রেম প্রীতি হয়ে তব কাছে নাথ
আসিয়াছি দিতে উপহার।
তব মুখ-ভরা হাঁসি তব বুক-ভরা প্রেম
উথলিছে প্রেম পারাবার,
হৃদয় করুণা মাখা ছল ছল দুটি আঁখি
কি মাধুরী অসীম অপার।

চরণ কমল তরে ভকত মানস অলি
গুঞ্জরিয়া ধায় শত বার,
করুণা সাগর তুমি বিন্দুর ভিখারী আমি
তব পদে মিনতি আমার—
পদতলে স্থান দিও বঞ্চিত করোনা প্রিয়
মোর আর নাহি যে উপায়,
তোমারি ভরসা করি আসিয়াছি দ্বারে তব
তব সঙ্গ প্রাণ সদা চায়।

ভব সিন্ধুকুলে।

কিসের লাগিয়া এ ভবে আসিনু
কি কাজে জীবন যায়
জনম লইয়া মানুষ দেহেতে
কি ফল হইল হায়!
কাল্ সিন্ধুজলে ভরসা না পাই
বুঝি তরি ডুবে যায়,
(তাহে) মোহের তরঙ্গ. কুবাসনা ঝড়

ভীষণ তুফান বয়।
যে দিকে নেহারি হেরি অন্ধকার
অকূল পাথার এ কি।
অতল জলধি না জানি সাঁতার
উপায় কিছু না দেখি।
পড়িনু বিপাকে ডাকিব কাহাকে
বুঝি বা যাইল প্রাণ
কাহার চরণ লইব শরণ
কে মোরে করিবে ত্রাণ ?
ভবকূলে বসি আঁখি জলে ভাসি
কারোতো দেখা না পাই,
কি নামে কাহারে ডাকিব আঁধারে
কোন তো উপায় নাই।
কেঁদে কেঁদে যারে ডাকি বারে বারে
কারো তো পাই না সাড়া,
তবে কি হেথায় নাহিক কেহরে
বৃথা কেঁদে কেঁদে মরা।
তখন দেখিনু আঁধার মথিয়া

কে যেন উদিল হায়,
নীলসিন্ধু জলে নীলিমার জ্যোতি
জীবন জুড়ায়ে যায়।
ভূতলে গগনে একি অপরূপ
রূপ যে প্রকাশ পায়,
হাঁসি হাঁসি মুখ প্রেমভরা বুক
প্রাণ কেড়ে নিয়ে যায়
বাঁশরীর সুরে ডাকে বারে বারে
শুনে সাধ মিটে গেল
পদতলে তার প্রাণ-সঁপে দিতে
প্রাণ যে ব্যাকুল হ'লো।
মায়া-ফাঁস গলে ভ্রমি ভুয়ওলে
বড় যে পাইনু দুখ
ঐ মুখ খানি হেরিয়া আমার
হইল তেমনি সুখ।
ঘুচিল এবার জনম মরণ
বাঁধন গেল যে টুটে,
জীবনের স্বামি ওই পদ চুমি

সার্থক জীবন বটে।
প্রাণ সখা মোর আয়ু হলো ভোর
কিরূপে হইব পার ?
বেলা গেল বহি দেখ তুমি চাহি
পাথেয় নাহি যে তার।
দীনের সম্বল ও পদ কমল
সকল ধনের সার,
সেই হয় পার ভব পারাবার
তুমি গো বঁধুয়া যার।

মুখস পরা।

মেঘের মত উদাস ভরা
মূর্ত্তি কার ও হেরি
অগ্নি জ্বলে আঁখির মাঝে
দেখলে ভয়ে মরি,
বিমুখ হয়ে রয়েছ বসে

শুষ্ক পাংশু মুখে
জিজ্ঞাসিলে শ্বাসটি ফেল
গভীর মর্ম্ম দুখে।
এবার তোমায় চিনেছি নাথ
আর তো নাহি ডরি
মুখটি গুঁজে মধুর হেঁসে
যাচ্চ কোথায় সরি?
এস গো এস শ্রান্তি হর
এস গো মোর মিতা
মুখস্ খানি ফেল'তো খুলে
ঘুচুক ব্যাকুলতা।

প্রেমময় নাম।

কর সবে তাঁর নাম গান
প্রেমে প্রেমে আজি ভরিয়া লহ প্রাণ॥
নয়নে নয়নে দীপ্তি ঝলকে

হৃদয় ভরিয়া উঠিছে পুলকে
কে তুমি দাঁড়ালে বিপুল আলোকে
নয়নে অমৃত সংগীত তান ॥
যা ছিল সকলি বাহিরে বাহিরে
হেরি তা নিভৃত অন্তর মাঝারে,
(আজি) কেহ নাহি পর বাঁধা পরস্পর
সব প্রাণে মোর মিলিছে প্রাণ ॥
রবি আলো ডারে চন্দ্রে সুধা ক্ষরে
সব প্রাণে প্রাণে অমৃত উগারে,
এ কি অক্ষয় প্রাণময় শাশ্বত সুধাময়
(বহে) সব হৃদে এক প্রেমের তান ॥

চেনা লোক।

আজ তোমায় চিনিয়া ফেলেছি
আঁধারে আলোকে সুখে দুঃখে শোকে
তোমায় ধরে যে ফেলেছি ॥

নয়নে ছিল যে আবরণ খানি
তুমি নিজ করে লয়েছ তা টানি,
(আজ) আবরণ-হীন নয়নে এখনি
তোমায় দেখে যে ফেলেছি।

কত দিন ধরে সাধিয়াছি কত,
পাই নাই তবু যাচিয়াছি যত,
আজ সভয় এ চিত্ত ভক্তি প্রণত
তার মাঝে তোমায় চিনেছি।

কথা কহ নাই দাওনিকো সাড়া,
তবু কতবার দিয়ে গেলে ধরা,
প্রাণের মাঝে পশি এ কি প্রাণভরা
চাহনি তোমার দেখেছি।

ভরে গেল মন ভরে গেল প্রাণ,
যা দেখি তাহাতেই এ কি মহাধ্যান,
সব বিভিন্নতা লভে একতান
তব মাঝে তা যে বুঝেছি।

কর্ণধার।

—:•:—

অনন্ত জীবন পথে চলিতেছি অবিরাম।
পাথেয় নাহিক কিছু সম্বল তোমারি নাম॥
বড় যে দুর্গম পথ একলা কিরূপে যাই।
এসে সাথে নিয়ে চল, প্রাণপণে ডাকি তাই॥
দেখি ঘোর অন্ধকার পদে পদে শত বাধা।
চমকি বিজলী পুনঃ নয়নে লাগায় ধাঁধা॥
অধম পাতকী আমি, তুমি পতিতের নাথ।
দেখাও পথের আলো, নিয়ে চল ধরে হাত॥
দাঁড়াবার সাধ্য নাই চলিতেও নাহি পারি।
হয়েছি যে বড় ক্লান্ত, এস প্রভু ক্লান্তিহারী॥
সঙ্গী ছিল যারা সব ফেলে চলে গেল আগে।
কোন পথে কোথা যাই বড়ই বিষম লাগে॥
স্বজন বান্ধব কেহ রহিলনা সাথে আর।
তুমি মম চিরসাথী গুরু ভব কর্ণধার॥

(প্রসাদ)।

সর্ব্বস্ব।

তুমিই তো সর্ব্বস্ব আমার।

তুমি স্নেহময় পিতা, তুমি স্নেহময়ী মাতা
তুমি চির বন্ধু মম প্রাণের আধার।
প্রাণাধিক প্রিয়তম চির প্রেমাধার ॥
যে ভাবে ভাবি যখন ডুবে যায় প্রাণ মন
উথলে হৃদয়ে তব প্রেম পারাবার,
তুমি সারা জীবনের সম্বল আমার ॥
তুমি জ্ঞান দাতা গুরু তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু
ভব মহাপারাবারে তুমি কর্ণধার,
চির আকাঙ্ক্ষিত ধন তুমি যে আমার ॥
জপ-তপ মন্ত্র তন্ত্র সাধনার মহামন্ত্র
ধ্যান জ্ঞান সবই মম তুমি সারাৎসার,
তুমিই তো শান্তি মম চির সাধনার ॥

(প্রসাদ)

অহৈতুকী কৃপা।

—— :*: ——

চাঁচর চিকুর সজ্জা করি অপরূপ
মুকুরেতে বিনোদিনী হেরে নিজরূপ।
সীমন্তে সিঁদুর ঠিক্ মানাইল কিনা
আঁখিতে কাজল ঠিক পড়িয়াছে কিনা।
অধরে মধুর হাঁসি বটেত মধুর
পৃষ্ঠে কৃষ্ণ কাদম্বিনী ছাইল চিকুর ?
মদন কি ফুলচাপে জুড়িয়াছে বাণ
মৃগাক্ষীর বাণে আজি বিঁধিবে কি প্রাণ ?
পিছু হতে বিনোদিয়া চুপে চুপে আসি
মুকুরে মোহিনী রূপ হেরিতেছে হাসি।
আনন্দ হৃদয়ে তাঁর হতেছে অপার
আলিঙ্গিতে প্রাণ তারে চাহে বার বার।
মুকুরেতে বিনোদিনী হেরি মুখ ছায়া
হেরিতে ত্বরিতে নিজ মুখ বাঁকাইয়া,
দেখিল পিছনে এক অপূর্ব্ব সুন্দর
ভুবন মোহন বেশে শ্যাম নটবর।

বাঁকাইয়া গ্রীবা যেই দেখিল তাহারে
নয়ন বিঁধিয়া গেল সে নয়ন'পরে।
আর না ফিরাতে পারে আঁখি আপনার
জীবন সঁপিল বুঝি চরণে তাঁহার।
অমনি প্রেমিক দিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন
প্রেমিকার মুখে দেয় শতেক চুম্বন।
এ সংসারে সেইরূপ মায়া মুকুরেতে
হেরিতেছি নিজরূপ বিমুগ্ধ প্রাণেতে।
মনে হয় সাজিয়াছি কতই সুন্দর
আমার এ দেহ শোভা কত মনোহর।
মুকুরে হেরিয়া কবে প্রতিবিম্ব তার
সংসার হইতে মুখ ফিরাব আমার।
কবে আমি চাহিতেই আকুল হইয়া
প্রেমের বাঁধনে সখা লইবে বাঁধিয়া।
কে আছে তা হতে আর আমার আপন
কেন তারে মন প্রাণ করিনা অর্পণ?
কবে সব সঁপি তাঁরে হবে লঘু হিয়া
প্রেমাস্বাদ পাব তার চরণ নমিয়া।

আমারে হেরিয়া মুগ্ধ জগত জীবন
মায়ার মাঝারে আসি দিল দরশন।
মায়ার মাঝারে হেরি তার প্রতিরূপ
ফিরাইনু মুখ তার দেখিতে স্বরূপ।
ছায়ার পানেতে যেই হইয়া বিমুখ
তাহার সেরূপ পানে ফিরাইনু মুখ।
অমনি সে মোরে তুলে লইয়া প্রেমেতে
কত আলিঙ্গন দেয় রাখিয়া বক্ষেতে।
এত যে করুণা তার তবু তারে ত্যজি
সংসারের মায়া হ্রদে অনুদিন মজি।
এত প্রেম পূর্ণ হৃদি এত ভালবাসা
তবু ছার সংসারের ছাড়িনা যে আশা।
কবে তার হিয়া মাঝে রাখিয়া এ হিয়া
তাপিত জীবন মোর যাবে জুড়াইয়া।
কবে সেই পাদপদ্ম রাখিয়া বুকেতে
ভুলে যাব এ সংসার তাঁহার কৃপাতে।
আনন্দ সিন্ধুর মাঝে দিয়া সন্তরণ
সফল করিব মোর বিফল জীবন।

এত অহৈতুকী কৃপা এত প্রেম যার
বার বার সে চরণে করি নমস্কার।

—•—

অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।

আনন্দ সিন্ধুর মাঝে করিতেছি বাস
তবু না মিটিল এই হৃদয় পিয়াস।
জল মধ্যে থাকি মীন তৃষ্ণায় ব্যাকুল
আনন্দ সায়রে বসি শোকেতে আকুল।
নিজ নাভিগন্ধ মৃগ টের না পাইয়া
গন্ধ লোভে ছোটে দেখ আকুল হইয়া।
আপনার মাঝে আছে উৎস আনন্দের
না বুঝিয়া ঘুরে জীব এ কি কর্ম্মফের।
এ নয়ন দেখিতেছে যাঁর শক্তি বলে
যাঁহার শক্তিতে নাসা গন্ধ লয় তুলে।

যাঁহার শক্তিতে শব্দ শুনিতেছে কান
স্পর্শ বোধ ত্বচে হয় যাঁহার বিধান।
তিনি যে আছেন তাই এই বিশ্ব আছে
আমি, তুমি, সকলেই আছি তাঁর মাঝে।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময় প্রভু পরাৎপর
তিনিই আমার 'আমি' নিখিল ঈশ্বর।
তাঁহার মাঝেতে থাকি তাঁহাকে জানিনা
আনন্দ-সাগরে থাকি তৃষ্ণা মিটিছেনা।
যার গৃহে বাস করি তাঁহাকে চিনি না
হায় হায় অদৃষ্টের এ কি বিড়ম্বনা।
হে ভাগ্য বিধাতা মোর ওগো কৃপাময়
এ আত্মবঞ্চনা হতে আমাকে বাঁচাও।
বাসনার নিদারুণ তৃষ্ণা কর দূর
দিন রাত জ্বলিতেছি কত যে ঠাকুর।
চরণ নিঃসৃত শান্তি কর বরিষণ।
তব দৃষ্টিপাতে হ'ক অমৃত সিঞ্চন।

ও পদ তরনী ছুঁয়ে লভি যেন কুল
তোমাকে বুঝিতে যেন করিনাকো ভুল।

—:•:—

ভক্তি।

মলয় বিকাশিনী কুসুম সুহাসিনী
তুমি মম যামিনী-চন্দ্রমা রে।
নয়ন ইন্দিবর হৃদয় মনোহর
চারু বদনে শশি চম'কত রে॥
নিবিড় বিষয় ঘন তিমিরে আবরে জ্ঞান
তুমি মম ঊষা তমঃ নাশিনীরে,
বিকল গ্রাহকুল গ্রাসে সমুজ্জল
প্রেমময়ী মঞ্জুল মঙ্গলা রে।
হৃদয় কমলদল আকুল চঞ্চল
তব পদ পরশন যাচছেরে,
কাতর চকোর হৃদি মরম বিদারী কাঁদি
পিয়া চাঁদ দরশন মাগিছে রে॥

মধুরা সে যামিনী বিরহিণী ভামিনী
বিরহ কুলিশ হৃদি হানিছে রে,
কব তুঁহু আসিবে হৃদি তাপ নাশিবে
ফুকারি কাঁদিছে পিক কুঞ্জেতে রে॥

—:০:—

প্রতীক্ষা।

চরণ ধ্বনি শুনিবে বলে
কর্ণ আছে সজাগ হয়ে
নাসিকা আছে স্তব্ধ হয়ে
তোমার গন্ধ আশে,
শরীর মন পুলক ভরে
দিন যামিনী সচকিত তরে
কখন তুমি করুণা ভরে
আসিবে মম বাসে।
দিনের বেলা নানান কাজে
সময় মোর হয়নাকো যে

তুমি হয়তো নিতুই আস
দেখিনা আমি কভু,
লোকের ঠেলা কথার গোলে
কখন তুমি যাও যে চলে
যাবার বেলা গলার সাড়া
পাই যে তব প্রভু।
সন্ধ্যা ক্রমে ঘনায়ে আসে
জগৎ যায় আঁধারে মিশে
গৃহের কোনে প্রদীপ জ্বেলে
রয়েছি পথ চেয়ে।
তোমার হাওয়া জানিয়ে গেছে
আসার তব সময় আছে
সেই আশাতে হৃদয় নাচে
অশ্রু পড়ে বেয়ে।
একটু আগে তোমার আলো
আমার কানে শুনিয়ে গেল
"তোমায় যিনি বাসেন ভাল
দাঁড়ায়ে তিনি দূরে,"

আসন পাতা গৃহের মাঝে
বসিয়া আছি সকাল সাঁঝে
কখন তুমি শোভন সাজে
আসিবে মোর ঘরে।
রাত্রি ক্রমে নিবিড় হলো
আঁখির পাতা মুদিয়ে এলো
সময় তব হলনা তবু
হলো না তবে আজ ?
সারা জীবন তোমায় যাচি
দরজা খুলে বসিয়া আছি
তোমার স্মৃতি পুলক প্রাণে
ঢালিছে মহারাজ।
হয়তো তুমি আসিবে যবে
প্রদীপ মোর আসিবে নিবে
বাসর সজ্জা পড়িয়া রবে
গৃহের মাঝখানে,
ঘুম ঘোরে এ অলস আঁখি
তোমায় তথা চিনিবে সে কি ?

হয়তো তোমায় চিনিতে নারি
বসিয়া রবে কোনে।
চিনিতে নারি আঁধার রাতে
অলস ক্লান্ত আঁখির পাতে
বুঝিতে নারি আসিবে ফিরে
ব্যথা বিধুর হৃদে,
তখন তুমি মানের ভরে
যেওনা যেন এ গৃহ ছেড়ে
জাগায়ো তুমি জাগায়ো মোরে
জাগায়ো শঙ্খ-নাদে।
যদি বা মোহে ভুলিয়া থাকি
প্রাণে কিন্তু তোমায় যাচি
সুদূর শূণ্যে নিয়ত শুনি
তোমার বংশী বাজে।
তোমার আশা বহিয়া হৃদে
পরাণ মোর নিয়ত কাঁদে
না জানি তুমি আসিবে কবে
কেমনতর সাজে।

নয়ন ভরে অশ্রু ছুটে
বেদনা আসে মর্ম্ম ফেটে
তোমায় বঁধু পড়িলে মনে
পরাণ কেঁদে উঠে।
প্রাণের মাঝে কেমন করে
রইতে নারি কোথাও ঘরে
ব্যাকুল প্রাণ পথের ধারে
আসতে চায় ছুটে।
আসিবে কবে বিমল উষা
মিটিয়া যাবে সকল তৃষা
হরষ মোর ভরিয়া দিবে
শরীর মন প্রাণে,
পরশ তব জীবন বঁধু
জীবনে মম ঢালিবে মধু
তোমার স্মৃতি জাগিবে শুধু
গভীরতর ধ্যানে।

সুধাসিন্ধু ।

তুমি সুধাময় অমৃতের খনি
বিশ্বখানি তাই সুধা দিয়ে ভরা
যে দিকে নেহারি সকলি সুদৃশ্য
সুধা হতে সুধা তব হাতে গড়া ।
গাছে গাছে ফুল নবীন পল্লব
তাতে পাই তব হৃদয় সৌরভ।
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ অনল অনিল
তারকামণ্ডিত আকাশ সুনীল,
হাস্য মুখরিত নর নারী মুখে
দেখি ফুটে তুমি আনন্দ স্বরূপে ।
নয়নেতে জ্যোতি হৃদয়ে আনন্দ
ফুলে ফুলে ভরে দিয়েছ গন্ধ ।
আপনারে তুমি দিয়েছ লুটায়ে
অণুতে রেণুতে আছ তুমি ছেয়ে ।
তুমি আছ বলে মধুর সকলি
কি শোভা ধরে এ ধরণীর ধুলি ।

নর নারী হৃদে দাও এসে সাড়া
তাই নর নারী হৃদি প্রেমে ভরা।
বিহগ বিহগী মঞ্জু কুঞ্জে গায়
তব প্রেমালাপে বনভূমি ছায়।
শ্যাম তরুতল, নিকুঞ্জ কানন,
তব শ্যাম শোভা ধরে অনুক্ষণ।
তরঙ্গ তুলিয়া নদীগুলি ধায়
তব প্রেমোৎসব নিতি তারা গায়।
তুমি আছ বলে আছে আনন্দ
মুকুলে কুসুমে রস ও গন্ধ।
তুমি আছ তাই সারা বিশ্ব জাগে
ভক্ত ডাকে তোমা প্রেম অনুরাগে।
যোগী ধ্যানে বসি পরশে তোমায়
নিখিল ভুবন ভাসে মহিমায়।
তব স্পর্শ হলে দৃষ্টি ভিন্ন হয়
এবে যাহা দেখি নাহি তাহা রয়।
কোথা এ আনন্দ অমৃতেতে ভরা,
কোথা দুঃখ শোক পূর্ণ সেই ধরা।

আনন্দ অমৃতে স্থিতি হলে তাই
শোক রোগ দুঃখ মৃত্যু আর নাই।
তুমি তাই আছ, মোর দৃষ্টি ফেরে
কত যে বিপত্তি ঘিরে থাকে মোরে।
তুমি প্রিয় সখা তাহা নাহি জানি,
দুঃখের প্রবাহ ঘরে ডেকে আনি।
করযোড়ে তাই যাচি বার বার
এই ভ্রম দৃষ্টি ঘুচাও আমার।
ভিক্ষা দেহ এই, মোর মূঢ় মন
ভুলেনাকো যেন তোমার চরণ।

প্রলাপ।

ও রূপ তোমার লুকায়ে রাখিয়ে
কাঁদাও কেন গো আমারে।
আমি কাহার আশায় পথ পানে চাই,
আঁখি জলে সদা ভাসিরে।
এ কি ভুল করি? এ কি মোহ মোর?
আছ তুমি মম হৃদয়ে।
গোপন-হৃদয় আসনে বসিয়া
আছ মোর পানে চাহিয়ে।
প্রাণের মাঝারে রয়েছ নিয়ত,
তবু কেন দেখা পাই না?
কেন চরণ হইতে বঞ্চিত কর,
দাসী আমি তা কি জাননা?
আছ, আছ তুমি হৃদয়ে আমার,
এই তো দেখিনু তোমাকে,
মর্ম্ম আমার বিঁধিয়া আছে যে

তোমার আঁখির পুলকে।
হৃদয়ে বিছানো আসন তোমার
বসে আছি আশা ধরিয়া,
কখন আসিবে প্রাণপ্রিয় মোর
ভুবন মন মনিয়া।
শান্ত হৃদয় নিবিড় শূন্যে
বসে আছি ধ্যান ধরিয়া,
(মোর) কাজর-ঘন-নীল শ্যাম
এস প্রেমবারি বরষিয়া।
মত্ত হৃদয় ডাহুক মোর
ডাকিছে দিন রাতিয়া,
এস গর্ব্বিত মহিমোজ্জ্বল
এস জগজন্ প্রাণ বঁধুয়া।
এস সুন্দর প্রাণরমণ মোর
এস কোকিলকুলরাজ,
এস প্রেমপুলকে প্রাণকান্ত
মোর নব বসন্তরাজ।
বিরহ তোমার ভেদিছে মর্ম্ম

ধক্ ধক জ্বলে আগিয়া,
দাও প্রভু দাও পরশ তোমার
মর্ম্ম শীতল করিয়া।
বারিদবর প্রেম-বারি বিতর
করুণা প্রকাশিয়া,
বিরহ-তাপ-দগ্ধ জীবন
বাঁচাও শ্রীপদ পরশিয়া।

—:০:—

বন্দনা।

বন্দি তব কমল অঙ্ঘ্রি,
দেব দেব হে।
পীতবসন নলিন নয়ন
অধরে মুরলী হে,
হেরিব বলিয়া চরণ তোমার
দ্বারেতে এসেছি হে।
কোথায় অন্ত, হে অনন্ত,
ভুবন জন গায়,

চকিত শ্রুতি বিনত অভি
সম্ভ্রমে নমে পায়।
কোথা তব রূপ অরূপ স্বরূপ
অতি অপরূপ ভাস বিশ্বে,
কোটি চন্দ্র তপন তারকা
(তব) বিকাশে মধুর হাস্যে।
নিবিড় নীল নলিন নয়নে
চমকে জ্যোৎস্না গগনে,
ঋষি যোগীন্দ্র অমরবৃন্দ
লুণ্ঠিত চারু চরণে।
কতনা ছন্দে বন্দে নিয়ত
শ্রুতি অনুরাগে
কত সুপ্ত রাগ লুপ্ত বাক
প্রেম পিয়াসে জাগে।
সুপ্তির মোহ সন্দেহ তমঃ
নিমেষে যায় যে মুছিয়া,
অনাদি এক রাজ রাজেন্দ্র
বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া॥

ভকত ভ্রমর যাচে মনোহর
চরণ নলিন সঙ্গ,
দেহি দীনে চরণে শরণ
বৃন্দাবন চন্দ্র।

—•—

জগন্ময়।

এই যে তোমার আলোক বায়ু
তোমার পরশ দিচ্ছে মোরে,
এই যে কোটী কণ্ঠে তোমার
শুনছি বাণী পরাণ ভরে।
দেখছি চেয়ে যতই দূরে
তোমার রূপটি উঠছে ফুটে,
সকল রূপে তোমার প্রকাশ
বলতে তারা আসছে ছুটে।
রসনায় যে মিষ্ট পেলাম
তাতেই তোমার স্বাদ বুঝিলাম,
ফুলে ফুলে কতই গন্ধে

তোমার গায়ের গন্ধ পেলাম।
জেনেছি আমি জেনেছি ঠিক
তোমার প্রকাশ জগন্ময়,
তুমিই আছ, আর কিছু নাই,
তোমার রূপ এ বিশ্বময়।

—:•:—

ভক্তের আগ্রহ।

তুমি হাতে ধরে টানি লহ মোরে
তোমার আপন অঙ্গনে,
হৃদয় আমার লেপিয়া দাও গো
তোমার ভক্তি চন্দনে।
তব সুধা বাণী মুরলীর ধ্বনি
পশে যেন মোর শ্রবণে,
প্রেম পরিমল ছুটুক হৃদয়ে
তোমার অমৃত সিঞ্চনে।
জানি সখা, আমি হৃদয় তোমার,
লুকাতে কভু তা পারনা,

কাতরে ডাকিলে নিতে কোলে তুলি।
বিলম্ব করিতে জাননা।
সেই ভরসায় বসে আছি আমি
সিন্ধু কূলেতে একাটী,
জানি জানি আমি আসিবেই তুমি
তুলে নিতে তব সাথীটী।

——*——

নিভৃত হৃদয়ে।

নিভৃত হৃদয়ে মম কে তুমি
নিয়ত জাগ,
বিরহ ব্যাকুল প্রাণে অধীর
হইয়ে ডাক।
নানা সাজে নানা কাজে,
সংসারে রয়েছি মজে,
কে তুমি তাহারি মাঝে
আমার সঙ্গ মাগ।
সকরুণ দুটি আঁখি

আমার পানেতে রাখি
নিরজনে কে একাকী
আমারে নিয়ত যাচ।
নিত্য এত ব্যাকুলতা
মোর তরে কত ব্যথা,
যে হৃদি বুঝিবে না তা,
কেন তারে সাধ।

আকিঞ্চন।

প্রাণনাথ পায়ে ধরি, দাসী মোরে ক্ষমা করি
হৃদে মোর স্থাপহ চরণ,
তোমা ধনে করি বুকে ঘুচাই হৃদয় দুঃখে
চিরদিন এই আকিঞ্চন।
কোথা মোর মনচোরা, বিরহ বেদনে সারা,
দিবানিশি দগ্ধ হই দেখ,
এস প্রিয় প্রাণেশ্বর, হৃদয়কমল'পর
রাতুল চরণ দুটী রাখ।

হৃদয়ের ব্যাকুলতা, আঁখির সে কাতরতা
ঘুচে যাক তব পরশনে,
হৃদে ঐ রূপ রাখি গোপনে গোপনে দেখি
কামে ডারি চির নির্ব্বাসনে।
এস সখা চুপে চুপে মদন মোহন রূপে
দেহ মোরে একটী চুম্বন,
এইরূপে প্রাণদাতা ঘুচাও প্রাণের ব্যথা
অধীনীকে দাও আলিঙ্গন।

প্রেমিক।

তোমার মাথার কীরে
বলিতেছি আমি
বিরুদ্ধ সারাটা ক্ষিতি
হয় যদি স্বামি—
পারিবেনা তবু কেহ
মুছিয়া ফেলিতে,
তোমার রূপের ছবি
এ হৃদয় হ'তে।

আত্মভোলা।

সলিলে ফুটিয়া উঠি
যেমন কমল
ছড়ায় সৌন্দর্য্য তার
সুরভি নির্ম্মল।
কোন আশাবদ্ধ নহে
হৃদয় তাহার,
জগতে কি ভাবে তারে
ভাবে না সে আর।
আপনার পুলকে সে
আপনি বিহ্বল,
আপন প্রেমেতে তার
হৃদি টলমল।
আপন হৃদয় জ্বালি
দিনে শতবার,
দিতেছে আরতি করি
চরণে তাঁহার।

জগতে বাখানে তার
রূপ মনোহর,
সে জানেনা তার রূপ
কিরূপ সুন্দর।
সে তার সৌন্দর্য্য ভরা
অমল হৃদয়
তাঁর পাদপদ্মে সঁপি
হতেছে তন্ময়।

—॰—

টান।

প্রিয় লাগি প্রাণ যার করে হাহাকার
পথের দূরতা সে তো গণেনা কো আর।
পথের জঞ্জাল শত বিঘ্ন রাশি রাশি
উপেক্ষিয়া যায় ছুটে যথা বাজে বাঁশী।

—:॰॰:—

পণ্য।

ভাগ্যবশে পেয়ে থাকে যদি সে নয়ন

রূপের মূল্য যে কি জানে সেই জন।
যত মূল্য হ'ক তবু সৌন্দর্য্যের গুণী
সে পণ্য লইতে ছুটে আসিবে তখনি ॥

—:০০:—

মগ্ন।

কার পানে চেয়ে মগ্ন
হৃদয় তাহার?
হেথাকার রূপ পানে
চাহেনা সে আর।
চরণ পরশে কার
হৃদয় তাহার,
বাঁধা নাহি পড়ে কভু
এ জগতে আর।
কি সুখে হইল ভোর
হৃদয় তাহার?
এ ধরার সুখে ধরা
দেয় না সে আর।

কি ধন পেয়েছে সে গো
তাই যে হেলায়,
জগতের ধন রত্ন
পদে দলি, যায়।

প্রকৃত আপনার।

তোমার দেওয়া দণ্ড হ'তে
যত আঘাত এল,
লোকের আদর হতে সে তা
কোটি গুণে ভাল।
তুমি যদি বিষ দাও
তাও যে অমৃত হয়,
লোকের দেওয়া অমৃত
তার কাছে কত খেলো।
তুমি যখন পুড়াও হৃদি
আলো তাতেই জ্বালো,

[আর] শান্তি দিতে এসেও লোকে
হৃদয় করে কালো।
তুমি যদি কাঁদাও মোরে
কাঁদা সে যে ভালো,
কাঁদার সাথে কত খানি
প্রেম যে তাথে ঢালো।
ওই পদ মোর সকল তাপের
শান্তি শতদল,
ওই আঁখি মোর জুড়ায় রে প্রাণ,
জুড়ায় মর্ম্মতল।
ওগো যতই মোরে করছ হেলা
যতই মোরে টালো,
তবুও প্রভু তুমিই আমার
সকল হতে ভাল।

—:•••:—

দীননাথ।

কেমনে যাইবে দীন, তোমার ভবনে

দীননাথ ডেকে যদি নাহি লও দীনে ।
মহাপাপী বলে মোরে সকলে বিমুখ,
ইহাতে তিলেক মোর নাহি হয় দুঃখ ।
এই ভয় হয় শুধু পাবনা তোমাকে,
তোমা হীন হয়ে রব সংসারে কিরূপে !
যত পাপ কার্য্য আছে সংসার ভিতরে,
সকলি করিনু আমি নিঃশঙ্ক অন্তরে ।
মহাপাপী তবু মোর কত অহঙ্কার,
জানিনা কেমনে হব ভবসিন্ধু পার ?
পাপের উচিত শাস্তি দিয়ে তারে তবু,
তুলে লও তব ওই চরণেতে প্রভু ॥

চির সুন্দর ।

তুমি নির্ম্মল মম সুন্দর তুমি
হৃদয় জুড়ানো সখা,
বসে আছি তব আশে
কত যুগ ধরিয়া একা ।

জনম মরণ আসে ছুটিয়া
তব চরণে পড়ে লুটিয়া।
(এ কি) আনন্দ গগনে চন্দ্র কিরণে
হাঁসিছ দিবা রাকা।
ফুল পল্লব তরু-শাখে
কত বিহগ-বিহগী ডাকে,
তারা যাচে তারা নাচে
হেরিতে তব ওই নয়ন বাঁকা।

ভক্তের অভয় ভাব।

দয়াল হরির সখা মোরা
আমাদের কি ভয় আছে গো ?
আমরা হেঁসে খেলে বেড়াই ভবে
মনটি রেখে তার পায়ে গো।
ইন্দ্রিয়দের মাতামাতি,
তাতে আর তো ডরাইনাকো,
যাঁর হুকুমের চাকর তারা।

তিনিই মোদের বন্ধু যে গো।
কেন বৃথা ভাবিস্ বসে,
তুফান দেখে ডরাস্ মিছে,
দেখনা ভবের পাকা মাঝি
হাল্ ধরে সে বসে আছে।
(যদি) তুফান এসে ডুবায় তরি
তাতেও মোরা নাইকো ডরি,
অকুল ভবের যে কাণ্ডারী
তার চরণ পরশ পেয়েছি গো।
কাম ক্রোধ কুম্ভীরাদি
যতই করুক গরজন,
নির্ভাবনায় তাদের সাথে
করছি সুখে বিচরণ।
কে বা শুনে তাদের কথা
কে যেতে চায় তাদের সেথা ?
(আমরা) তাঁর কথাতে মগ্ন হয়ে
জগৎ ভুলে আছি যে গো।
কখন কাঁদি কখন হাঁসি

কখন ছুটি কখন বসি
যে দিকে সে বাজায় বাঁশী
সেই দিকেতে চলেছি গো।
ভাসান দিয়ে স্রোতের কোলে
চলেছি তাঁর চরণ-মূলে
দেখব মোরে না নিয়ে তুলে
থাকতে কেমন পারে সে গো।

—:*:—

শরণ ভিক্ষা।

শরণ লইনু আমি তুয়া পদ'পরে
চরণ কমলে ঠাঁই দেহ প্রভু মোরে।
পাপী বলে হেঁই নাথ হওনা বিমুখ
তুয়া পদ ছায়া মোর জীবনের সুখ।
আমি মহাপাপী তুমি পুণ্য নিকেতন
তব পাদপদ্ম মোর একান্ত শরণ।
দীন দাস তব পদে এই ভিক্ষা চায়
অশরণ দীন-জনে রেখ রাঙ্গা পায়।

—:—

করুণা ভিক্ষা।

করুণানিধান বলে শুনেছি তোমারে
করুণা করিয়ে নাথ ত্রাণ কর মোরে।
ভকতবৎসল তুমি প্রহ্লাদের সখা,
কৃপা করি পতিতেরে দাও প্রভু দেখা।
বিপদে পড়িলে তার তুমি ভক্ত জনে,
ভক্তি নাই কি সে প্রভু তারিবে অধমে।
ভয় পেয়ে যদি লয় তোমার শরণ
ভয়ার্ত্ত জনের কর ভয় নিবারণ।
অর্থ ভোগ লোভে কেহ এ জগতোপরে
তোমার করয়ে পূজা বিধি উপচারে।
কেহ ধ্যানে, কেহ জ্ঞানে করিছে পূজন
দয়াময়! তব ওই রাতুল চরণ।
বিধিহীন, মন্ত্রহীন আমি দুরাচার
ভক্তি হীন, জ্ঞান হীন কি হবে আমার?
সংসারের মোহ ফাঁস লেগেছে গলায়

কেমনে তরিব প্রভু না দেখি উপায় !
দীননাথ নাম তব লোকে বেদে কয়
ডাকে এ ভজনহীন তার দয়াময় ।

তুমি কঠোর না কি ?

এই কি তব নিয়ম প্রভু
এই কি তব লীলা
কঠোর হস্তে মিটায়ে দাও
সাধের সব খেলা ?
কিন্তু এত কঠোর রূপ
সাজে কি তোমা ভাল ?
আমি যে দেখি তোমার রূপে
জগৎখানি আলো ।
হাঁসির সুধা উছলি উঠে
তব বদন ভ'রে
শান্তি-জ্যোতি চরণ তলে
সদাই থাকে ঘিরে ।

নয়ন হতে ঝরিয়া পড়ে
করুণামৃত ধারা
পদ্ম হস্তে দিতেছ অভয়
সকল দুঃখহরা।
যখন্ ডাকি তখনি দাও
প্রাণের মাঝে সাড়া,
হৃদয় তোমার এতই মধুর
এমনি পরাণ-কাড়া।
চৌদিকে যার ফুটিয়া উঠে
স্বর্ণ জ্যোতির আলো,
নবীন মেঘের বর্ণ শোভা
শোভায় হেরে গেল।
এত সুন্দর এত যে মহান্
এত বিরাট প্রেম,
কখন সে কি হইতে পারে
কঠিন দৃঢ় হেম।
তবে যে লোকে বলিছে তোমায়
কঠিন তুমি বড়

তাই কি তুমি হে মোর স্বামি
　　কখন্ হ'তে পার ?
মোহের বশে করি যে ভুল
　　জান সকলি প্রভু,
নির্ম্মম হয়ে বিচার করে
　　দণ্ড দাও কি তবু ?
মোদের মত এত কি কোপ
　　বিশ্বাস নাহি হয়,
অত ঢল ঢল করুণ মুখ
　　সে কি কঠোর হয় ?
এত নির্ম্মম এত কঠিন
　　হতেই নাহি পার,
মার যদি সে মায়ের মতন
　　প্রেমের জোরেই মার।
প্রাণটি তব পড়লে মনে
　　প্রাণ যে কেমন ক'রে,
মুখটি তব স্মরণ হলে
　　মন থাকে না ঘরে।

বিরহ তব বেদনা মত
ফুটিয়া উঠে হৃদে
তব চরণ পরশ লাগি
পরাণ কত কাঁদে।
নয়ন মম চাহিয়া রয়
তব দরশ তরে,
কর্ণ সদা সজাগ থাকে
তোমার কণ্ঠ স্বরে।
তুমি যে মোর জীবন-বঁধু
তুমি যে মোর সখা,
তোমার লাগি ব্যথিত হৃদি
কাঁদে নিরালায় একা।
এস বন্ধু এস গো সখা
এস নয়ন-হরা,
পরশ তব হরষ দিক্
হৃদি স্নিগ্ধ করা।

আত্ম-শক্তির পরিচয় ।

——:০:——

ষড়ৈশ্বর্য্যময় আত্মা আমি অংশ তাঁর।
আমার হীনতা সে তো দীনতা তাঁহার।
বিরাট রূপেতে যিনি বিশ্বে ভরপুর
আমাতেও সেই তিনি নহে কিছু দূর।
পূর্ণানন্দ রূপে তিনি ব্যাপ্ত বিশ্ব মাঝে
আমি দুঃখী, আমি হীন বলা তা কি সাজে ?
যে সূর্য্য দেখিছ বিশ্ব করিছে উজ্জ্বল,
ধূলি সেও তাঁরি কণা, নহে তা নিস্ফল।
নিখিল বিশ্বের এই যিনি মহাপ্রাণ
তাঁহারি তো কণা তুমি কেন ম্রিয়মাণ ?
যে বিশ্ব-দাহিকা শক্তি অগ্নিতে বিরাজে
কণাতেও সেই শক্তি আছে দেখ বুঝে।
তবে কেন দীন ভাবে যাপিতেছ দিন ?
আছে শক্তি তোমাতেই করোনা মলিন।
বাসনার পিছনেতে আকুল হইয়া
ব্যর্থ মোহ ভরে শুধু যেওনা ছুটিয়া।

নিরুদ্যম হেতু, শক্তি রয়েছে মুদিত
প্রযত্ন করিলে তাহা হইবে জাগ্রত।
পাংশু-আবরণে যথা স্বর্ণ জ্যোতিঃ হীন
ঘস, মাজ জ্যোতিঃ তার স্ফুরিবে নবীন।
নিদ্রিত সিংহের মত বিলুপ্ত গুহায়
জাগাও সে সুপ্ত শক্তি তীব্র সাধনায়।
উঠাও, জাগাও, তারে তীব্র কষাঘাতে
বিধি লিপি গড়ি লহ আপনার হাতে।
তব গড়া বিধি লিপি, মনে যদি কর
তুমিই সে বিধি-লেখ খণ্ডাইতে পার।
তোমার স্বকৃত সব এই সুখ দুঃখ
দেখাইছে বিভীষিকা এ বড় কৌতুক।
অবহেলা ভরে কেন আলস্যে কাটাও
দৃঢ় করে আপনার কলঙ্ক মুছাও।
দেখাতে না পার যদি পৌরুষ আপন
হীনতার মাঝে হবে জীবন ক্ষেপণ।
আপন কুকর্ম্ম রাশি মহামোহ রূপে
দিবে যে ফেলিয়া তোমা ঘোর অন্ধকূপে

অতএব জাগ, উঠ, পুত্র অমৃতের
শুন সেই দিব্য বাণী শ্রীগুরু-মুখের।
উদ্যোগী হইয়া নিজে উঠিয়া দাঁড়াও,
আপনার লুপ্ত শক্তি সবলে জাগাও।
হ'তে হবে কভু বটে ব্যর্থ মনোরথ
তবু যেতে হবে, ধরি দুর্গম সে পথ।
অসীম চেষ্টার হায় তুচ্ছ ফল হেরি
আতঙ্কে হৃদয় যেন না উঠে শিহরি।
রণে ভঙ্গ দিতে যেন না হয় বাসনা
শুভ কর্ম্ম জেনো কভু ব্যর্থ হইবে না।
ফল যাহা হ'ক তুমি হওনা দুর্ব্বল,
আত্মায় রাখিয়া চির বিশ্বাস প্রবল।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য পূর্ণ আত্মা যে তোমার
নিজেকে দুর্ব্বল ভাবা তাঁকে অস্বীকার।
অতএব জোর করে অধীনতা ভার
ফেলে দিয়ে কাড়ি লও নিজ অধিকার।
রিপুদের অত্যাচার সহিবে না কভু,
তারা যেন কভু নাহি হয় তব প্রভু।

নির্ব্বেদ আসিলে চিত্তে, দিও দূর করি
আপন আসনোপরি বসিও হুঙ্কারি।
দৃঢ়াসনে হে মানব থাক যদি বসি
বুদ্ধদেব মত সব প্রলোভন নাশি—
তবে মুক্তিমালা গলে দুলিবে নিশ্চয়
দৃশ্যবর্গ যাহা কিছু সব হবে ক্ষয়।
গভীর নীরব ধ্যানে ডুবে যাবে সব
মুখর জগৎ যাত্রা হইবে নীরব।
সে অসীমধ্যানাবস্থা আসিবে যখনি
আপনার পরিচয় পাইবে আপনি।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিভু আত্মা ছাড়া
আর কারো এ ব্রহ্মাণ্ডে পাবেনাকো সাড়া।

তোমার দান।

তোমার দেওয়া দণ্ড হতে
যত আঘাত এলো,
লোকের আদর হতে সে তা

কোটি গুণে ভাল।
তুমি যদি বিষ দাও
তাও যে অমৃত হয়
লোকের দেওয়া অমৃত
তার কাছে কত খেলো।
তুমি যখন পোড়াও হৃদি
আলো তাতেই জ্বালো,
(আর) শান্তি দিতে এসেও লোকে
হৃদয় করে কালো।
তুমি যদি কাঁদাও মোরে
কাঁদাও সে যে ভাল,
কাঁদার সাথে কত খানি
প্রেম যে তাতে ঢালো।
ওই পদ মোর সকল তাপের
শান্তি শতদল,
ওই আঁখি মোর জুড়ালো প্রাণ
জুড়ালো মর্ম্মতল।
ওগো যতই মোরে কর হেলা

যতই মোরে টালো,
তবুও প্রভু তুমিই আমার
সকল হ'তে ভাল।

—**—

শ্যামসুন্দর।

আঁখিতে হৃদয় হর মুরলী পরাণ হরে
শ্রীমুখে কোটি শশধর ইন্দিবর শোভা হরে।
নবীন ঘন নীরদ রূপে বিজলী কোটি চমকেরে
অরুণ কোটি চরণতলে বিবশ হয়ে খেলা করে।
ভ্রূভঙ্গে শতেক কাম চরণে মূরছি পড়ে
শ্রীপদে রমণীকুল দাসী হতে কামনা করে।
শ্রীমুখে মধুর হাঁসি পরাণ পাগল করে
কণ্ঠে কমনীয় বাণী সুধা বরষণ করে।
সে স্বরলহরী তুলে ডাক যবে আদর করে
মূরজ মুরলী বীণা সরমে কাঁদিয়া মরে।
কবে আসিবে শুভদিন মিলিব শ্যাম সুন্দরে

প্রাণের মাঝে সখাকে মোর আকুল হয়ে হেরিব রে।
প্রাণেতে উঠিবে জাগি নিয়ত বন্দনা তার,
মনে না জাগিবে কিছু অন্য চাওয়া পাওয়া আর।
সেই পদ পানে প্রাণ কবে বা ছুটিবে রে,
সকল ত্যজি তাহারে মন বরিয়া লইবে রে।

——:*:——

বংশী পরিচয়।

মুরলী মনোহর অধরে রাখি
বারেক হে মোর সখা বাজাও দেখি।
কেমনে হরিয়াছিলে বাঁশরীর সুরে
ব্রজবধূ প্রাণ শ্যাম গোকুল নগরে।
মোহন মুরলী সখা কি ভাবে বাজায়েছিলে,
কোন রন্ধ্রে কোন সুর কেমনে জাগায়েছিলে?
কোন রন্ধ্রে কত সুর বাজাতে কেমন করি
অবলার কুল মান হেলায় লইতে হরি।
কোন রন্ধ্রে বাজাইতে এমনি মধুর সুর,
উঠিত আকাশ ভরে সিন্ধু হ'ত ভরপুর।

কোন রন্ধ্রে বাজিত গো কি সুধা সঙ্গীত তান,
ভরিয়া উঠিত প্রেমে নবীন কিশোরী প্রাণ।
কোন রন্ধ্রে বাজাইলে করুণা গলিত সুধা,
জাগাইত ভক্ত প্রাণে তোমার মিলন ক্ষুধা।
কোন রন্ধ্রে বাজাইলে ফুলে ফুলে গন্ধ ছুটে,
পদ্মবনে কমলিনী হাঁসিয়া জাগিয়া উঠে ?
কোন রন্ধ্রে বাজাইলে ভাস্বর দীপক রাগ
কোথা চন্দ্রমার হাঁসি মল্লার মোহন রাগ ?
কোন্ রন্ধ্রে বাজাইতে কুমার কুমারী মুখে
উঠিত হাঁসির ঢেউ তরঙ্গে তরঙ্গে সুখে।
কোন রন্ধ্রে বাজাইতে ভাদ্রে ভরা-নদী মত
যৌবন তরঙ্গ বেগে প্লাবিত মানব চিত।
কোন রন্ধ্রে বাজাইতে স্পন্দিত না হয় আর
মন বুদ্ধি যোগ মগ্ন ব্যুত্থান না হয় তার।
কত প্রেম কত প্রীতি কত স্নেহ পারাবার
বাজাও মুরলী যবে উথলে কি চমৎকার।
ভব রোগ নাহি থাকে সুধা বরষণ হয়
তব নিত্য সত্য প্রেমে এ চিত মগন রয়।

জন্ম মৃত্যু থাকেনাকো রোগ শোক কোলাহল,
অনন্ত অমৃত উৎস বহে নিত্য নিরমল।
সংসার যে রূপে মোর কাড়িয়া লয়েছে প্রাণ
হরুক সে রূপে মোর তোমার মধুর গান।

—*:::*—

সুখরূপা।

সুখের বেশেতে দিয়েছ মা দেখা
তাই সুখ আমি চাহি বারবার,
আনন্দরূপিণী চিদানন্দরূপে
প্রেমানন্দ দান কর অনিবার।
সুরাসুর নর স্থাবর জঙ্গম
তব পানে সবে ছুটে অনুক্ষণ
সুখরূপা তুমি সুখ নিকেতন
তোমার মায়াতে মুগ্ধ এ সংসার।
সুখের লাগিয়া এই বিশ্ব ফুটে,
রবি, চন্দ্র, তারা, গ্রহগণ ছুটে,

সুখ তরে ভক্ত তব নাম রটে
যোগী যোগসুখে দিতেছে সাঁতার।
সুখ বলে যাহা ভাবিগো জননী
তুমি সেই সুখ চিতবিমোহিনী,
না জেনেও তাই ভুবনমোহিনী
তব পাছু মাগো ছুটি শতবার।
সুখের আস্বাদন যদি না থাকিত
ধন, জন, দারা কেহ না চাহিত,
সুখ একমাত্র জগত বন্দিত
সুখের লাগিয়া উন্মত্ত সংসার।
স্ত্রী পুত্র ও ধনে পাই যাহা সুখ
সে সবার মাঝে তুমি সুখরূপ,
অরূপিণী সুখ তোমার স্বরূপ
তুমি সুখময়ী সম্বিত সবার।
"সুখ, সুখ" বলে জীবকুল ধায়
সুখ কিন্তু কোথা খুঁজে নাহি পায়,
সুখের সমুদ্র ওই রাঙ্গা পায়,
চিদানন্দময়ী জননী আমার।

জ্ঞানীর হৃদয়ে আছে এ নিশ্চয়
তুমি সুখরূপে ব্যাপ্ত বিশ্বময়,
"নিজ বোধরূপ" চিদানন্দময়
সোহহং শিবরূপী চিরনির্ব্বিকার।
বিশ্বারাধ্যা তুমি ত্রিলোক জননী
সদানন্দের আনন্দরূপিণী
মায়ানন্দরূপে জীব বিমোহিনী
বিশ্বখেলা তব এ কি চমৎকার।
মোহমায়া ঘোরে হয়ে অচেতন
ভ্রান্ত নর নারী দেখিছে স্বপন,
বিষয়ের মাঝে তুমি সংমোহন
তাই সুখাস্বাদ ছুটেনা তাহার।
ভোগ্যবস্তু যত কামিনী কাঞ্চন
তার মাঝে সুখ করে অন্বেষণ,
সুখাভাস তারা, নহে সত্য ধন
অসত্যকে সত্য ভাবে কত বার।
তারা অচেতন তুমি চিদাকার
তারা যে আধেয় তুমি নিরাধার,

গুরুমুখে শুনি তুমি সারাৎসার
আত্মস্বরূপিণী শিবানী আমার।
তুমি সুখরূপা নিত্য নির্ব্বিকার
চিদানন্দময়ী জননী আমার,
আর কি ডরি মা ভব পারাবার
তব পদ-তরি পেয়েছি এবার।
(কভু) মদনানন্দে হৃদয় মাতাও
প্রেমানন্দে কভু হৃদয় নাচাও,
সে জানে তোমাকে যাহাকে জানাও
জ্ঞেয়, জ্ঞানাতীত অরূপরূপিণী।
(কভু) রমণী হইয়ে বাঁধ প্রেমডোরে
জননী হইয়ে কভু লহ ক্রোড়ে,
কোনরূপ সত্য বল মা আমারে
তব রূপে ভরা বিশ্ব-চরাচর।
কভু সাজ পরা মোহ বিড়ম্বিনী
কভু মদন মথন চিত বিমোহিনী,
কভু প্রেমিক চাতক নব কাদম্বিনী
প্রেমবারি ধারা বরষ অপার।

এত যে প্রকাশ, তবু অপ্রকাশ
চির অবিকৃত তবু কি বিলাস,
তব অন্ত বেদ না পেয়ে নিরাশ
দেব, ঋষি নমে পদে অনিবার।
বিধি বিষ্ণু হর মোহন কারিণী
সর্ব্বকাম-হরা অকাম কামিনী,
ভক্ত কেঁদে বলে জয় মা জননী,
অরূপিণী একি রূপ মা তোমার।
অহং অভিমানে জ্বলিয়া সতত
ভবসিন্ধু কূলে কাঁদি অবিরত,
নাহি হেরি শান্তি সুখের সৈকত
মা, মা, বলে তাই ডাকি বারবার।
আয় মাগো আয় হৃদ্‌কমলেতে
দেখি তোর রূপ মানস আঁখিতে,
শিব বিধায়িনী মঙ্গলা রূপেতে
মানস তমস ঘুচাও আমার।
আয় ছুটে মাগো দুঃখের জগতে
সুখ স্বরূপিণী ত্রিলোক বন্দিতে।

হেরি রাঙ্গাপদ ভক্তি কল্পলতে
ঘুচে যাক মম অহং মমাকার ।

—:*:—

অচেনাকে চেনা ।

—:*:—

চিনিব বলে তোমারে আজি
রয়েছি চেয়ে বসে,
কত যে দিন বহিয়া গ্যাছে
তোমার আসা আশে ।
তোমার রথ এসেছে হেথা
এসেছ তুমি নিজে
তবু তোমায় দেখিনি নাথ
ছিনু কি চক্ষু বুঁজে ।
আজিও হেথা বসিয়া আছি
তব দরশ তরে,
যেরূপে আস যে ভাবে আস
ফেলিব আজি ধরে ।

ফাঁকি দিয়েছ কত যে মোরে
লইব তারই শোধ
তুমি যে আছ এ জ্ঞান আর
দিবনা হতে রোধ।
জীবন মাঝে চেতন রূপে
রয়েছ তুমি হরি,
মরণ মাঝে সেই তো তুমি
দেখে না যেন ডরি।
ভোগের মাঝে তুমিই আছ
সুখের বেশ ধরে,
ত্যাগের মাঝে তোমার মুখে
শান্তি কত ঝরে।
কতরূপ যে হে বহুরূপী
ধরিয়া কর খেলা,
সুখে ও দুঃখে রেখেছ পূর্ণ
তোমার নাট্যশালা।
সাথিটী মোর লয়েছ কাড়ি
করেছ মোরে একা

ব্যথার মাঝে জীবন সখা
দিয়েছ তবু দেখা।
তুমি যে আছ আমার সাথে
বুঝাতে এই কথা,
বেদনা দাও, তাড়না কর
বুঝেছি এবে মিতা।
সুখের মাঝে তোমাকে পাই
দুঃখে নাহি কি তুমি ?
সুখ দুঃখ তোমারি ছায়া
জেনেছি তা গো স্বামি !
তুমি যে মোর জীবন-বন্ধু
সবার চেয়ে বড়,
ভুলিনা যেন এই কথাটী
এইটি তুমি কর।

অভিমান।

কেন অন্য কথা মনে জাগে ?
তোমার কথা নেইকো যাতে
কেনই বা তা ভাল লাগে ?
ভাগ্য বিপর্য্যয়ে আমার
যদি প্রেমিক দূরেই থাকে
ভালবাসার স্বভাব হলো
সদাই মনে পড়বে তাকে।
দিন গুলো তার কাটবে যতই
ততই গভীর হবে আরো
প্রেমিকের সে মধুর স্মৃতি
স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর।
ভালবাসার তীব্র জ্বালা
কই আমার সে হৃদয়তলে ?
এখনো তো বাহিরের কথায়
মন যে আমার কতই ভুলে।

সব পুড়িয়ে ছাই করে দেয়
কই সে এমন ভালবাসা ?
এখনো তো হৃদয় মাঝে
পুষে রেখেছি কতই আশা।
মনের স্বভাব জানি আমি
তাকে দোষী করা বৃথা,
তুমিও কি মনের মত
বল শুধু মনরাখা কথা ?
মৃত্যু উঠে ব্যাকুল হয়ে
ঈষৎ তোমার ভ্রূভঙ্গিতে
আর এ মন এতই শক্ত হলো
তা পারলেনাকো বাগাইতে।
কেনই হাঁসি কেনই কাঁদি
কেনই ভাবি দিবস রাত
তোমার ঘরে তুমিই আছ
বৃথা আমার অশ্রুপাত।
তুমি যাকে করবে ভালো
তাকেই লোকে বলবে ভাল

সেইত হবে পরম জ্ঞানী
হৃদয়ে যার তুমিই আলো।
আমার সঙ্গে যদি তব
এতই প্রণয় গাঢ়তর
ঢের হয়েছে বন্ধু বলে
আর কেন মোর করে ধর।
যদি ভালবাসা বন্ধু
জাগে সত্য তোমার প্রাণে
এ মনটাকে লওনা টেনে
থাকুক জেগে তোমার ধ্যানে।
নয়ত মোরে দাওগো বিদায়
আমার খেলা সাঙ্গ হলো।
আমি খোসামুদী করবনাকো
তবু চাই ও রাঙ্গা চরণতল।

গোপন প্রেম্।

সখা,

কখন্ পশিলে হৃদয়ে আমার
জানিতে তা মোরে দাওনি,
গোপনে আমায় ভাল যে বেসেছ
বুঝিতে আমি তা পারিনি।
হৃদয়ের মাঝে আসন তোমার
পাতা ছিল তা যে দেখিনি,
বিনা আহ্বানে বসেছ সেখানে
ডাকিতে আমায় হয়নি।
তুমি যে আমার এত কাছে আছ
হৃদয় নিভৃত মন্দিরে,
ঘুম ঘোর মোর কেটে গেল বুঝি
তোমার চরণ মঞ্জিরে।
দেখিনু তোমার অপরূপ রূপ
দেখিনু তোমার হাঁসিটি
কত যে সহজে সব হতে কেড়ে
চুপে চুপে নিলে প্রাণটী।

হৃদয়ের রাজা হৃদয় কমলে
বসে আছ তাহা ভাবিনি
পরশে তোমার হৃদি শতদল
শিহরি উঠিল আপনি।

—:*:—

সঙ্কল্প।

সব আশা মোর ভেঙে ভেঙে যাবে
তব আশা শুধু ভাঙিবে না,
যা কিছু আমার সঁপিয়া চরণে
প্রতিদান তার চাহিবে না।
সব ক্ষুধা যাবে মরিয়া মরিয়া
তব প্রেম ক্ষুধা মিটিবে না,
সকল পিয়াসা ঘুচে যাবে তার
তোমার পিয়াসা টুটিবে না।
আর সব স্মৃতি মুছিয়া যাইবে
তব মুখ শুধু ভুলিবে না,
সব চাওয়া তার চরণে দলিবে

তব আশা শুধু ছাড়িবে না।
বুক ফেটে যাবে দুঃখের দহনে
তবু কেহ তাহা জানিবে না,
তুমি ত'রে যদি নাহি দাও সাড়া
আর কারে সে তো ডাকিবে না!
তোমার কৃপার ভিখারী এ চিত
আর কারো দ্বারে দাঁড়াবেনা
বিরাম বিহীন ঝরে আঁখিজল
মুছাইতে কারে বলিবে না।
সব গীত তার রুদ্ধ হয়ে যাবে
তব গীত শুধু ফুরাবে না,
অবসর মত আসিবে এ আশা
অন্য আশা হৃদে জাগিবে না।

হৃদয় জুড়ানো।

আমার হৃদয় জুড়ানো কই
দেখা দিবে বল বল

দেখা সখা দাও কৈ ?
তব আসার আশায় থাকি,
কত নিশি পোহাল ঐ
আসিবেনা জানি তবু,
তব আশা পথ চেয়ে রই।
প্রাণ দিয়েছি মন দিয়েছি
দেহাভিমান ত্যাগ করেছি,
তার তরে এ জীবন রাখা
এ সব প্রাণের কথা কারে কই।
প্রাণ বন্ধু প্রাণ সখা
নাই বা তুমি দিলে দেখা
সবার প্রাণে তুমিই আঁকা
আমি তাই দেখে যে ব্যাকুল হই।
পরাণ প্রিয় কণ্ঠহার
সর্ব্বস্ব ধন তুমি আমার,
তুমি ছাড়া কি আছে আর
(তাই) তোমার পদে পড়ে রই।
যাকেই আমি জড়িয়ে ধরি

হক না পাথর নর বা নারী,
আমি সবার মাঝে তোমায় হেরি
দুঃখের ভার যে সুখে বই।
জেগেই থাকি বা থাকি ধ্যানে
দেখি তোমায় সকল খানে
তুমি আমার মনে প্রাণে
তোমায় আমি ছেড়ে কই।
তুমিই হাঁসাও তুমিই কাঁদাও
তুমিই এসে অশ্রু মুছাও,
আবার মধুর সুরে ডাক যখন
এ জগৎপানে উদাস হই।
মনে হ'লে তোমার কথা
জীবনে কোন থাকেনা ব্যথা
অনায়াসে জগৎ জ্বালা
তোমায় চেয়ে ভুলে রই॥

রূপ।

রূপ দেখে প্রাণ কেমন করে
বুঝতে পারিনা,
আমি না বুঝেও তাঁর চরণ দুটি
তাই যে ছাড়িনা।
কত জন্ম গেল আমার
আরও যে কত যাবে,
যে রূপেতে মন মজেছে
তা ভুলেই বা কি হবে?
এত দিন গেলই যদি
আরও দিন যাক,
শ্যামের চাহনী বাঁকা
প্রাণে বিঁধে থাক।
প্রাণ আমার কাঁদুক বসে
রূপের পানে চেয়ে,

ওপার হতে সন্ধ্যা-শীতল
পরশ আসে ধেয়ে।
অদৃশ্যের ওপার হতে
কাহার পরশ পেনু,
শুনচি যেন হৃদয় মাঝে
বাজে শ্যামের বেণু।
কে তার পরশ এনে দিল
মধু দিয়ে যে ভরা,
তাই সকল দৃশ্য অমিয় হলো
পরশ প্রাণ হরা।
কে আছ গো ব্যথিত হৃদি
এসেই দেখনা,
সখার গানে জেগে উঠে
আকুল বেদনা।
চেতন-হরা পরশ তার ঐ
পিছে আসিয়া,
দেয় যে আমার সকল ব্যথা
স্নিগ্ধ করিয়া।

মাধুরী।

—:০:—

আমি কেমনে পাশরি তোমার মাধুরী
তুমি যে আমার প্রাণের প্রাণ,
হৃদয়ের মাঝে লুকায়ে দেখি যে
তুমি যে আমার ধ্যান জ্ঞান।
তোমার নয়নে নয়ন আমার
গিয়াছে গিয়াছে মিলিয়া,
হৃদয় আমার হৃদয়ে তোমার
আছে সদা এক হইয়া।
তুমি যে আমার সকল আশা
তুমি যে আমার গরব মান,
তোমার চরণ চাহিয়া চাহিয়া
করি আমি সদা তোমারি ধ্যান।
তুমি যে আমার হৃদয়বন্ধু
তুমি যে আমার চিত্ত চোর,
তোমার গাথায় তোমার কথায়

চিত্ত আমার হয়েছে ভোর।
সকল গরব তুমি যে আমার
তুমি যে আমার প্রাণের প্রাণ,
তব পদে চিত ধায় অবিরত
গাহি সদা আমি তোমার গান।

পাগল।

—*—

আমি জগজ্জনের চোখ রাঙ্গানীর
ধার ধারিনে ভাই,
এই বিশ্বভরে আকাশ জুড়ে
আমি তাকে দেখতে পাই।
নর নারীর চোখে চোখে
নয়ন আমার তাকেই দেখে,
সে ভ্রুকুটি দিলে দু চোখ তুলে
চারি দিকে চাই;

আমি জগজ্জনের চোখ রাঙ্গানীর
ধার ধারিনে ভাই॥
সুনীল নভে ধীর-সমীরে
সেইত আমার সেইত ওরে,
কি মোহন বাঁশী বাজায় সে যে
আমার প্রাণ কি করে তাই।
কি হাঁসি সে হাঁসচে বসে
স্বর্গ মর্ত্ত যাচ্ছে ভেসে,
হাঁসি শুনেই চিত্ত আমার
পাগল হলো ভাই ;
আমি জগজ্জনের চোখ রাঙ্গানীর
ধার ধারিনে ভাই॥
তার ওই মহা হাঁসির চোটে,
চৌদ্দ ভুবন উঠছে ফুটে ;
যেখানে যা সুপ্ত ছিল
উঠলো জেগে তাই।
পাগল আমার হাঁস্‌চে যত
বিশ্ব ভুবন ফুটছে তত,

কত কথাই পড়চে মনে
আদি অন্ত নাই ;
আমি জগজ্জনের চোখ রাঙ্গানীর
ধার ধারিনে ভাই ॥
চন্দ্র তারায় হাঁসির খেলা
সাগরেতে হাঁসির মেলা,
নদীগুলি খিলি খিলি
হেঁসে চলে তাই।
বনে কুসুম উঠলো হেঁসে
লতা পাতা সবাই হাঁসে,
কাহাকে দেখে শিশুর মুখে
উথলে হাঁসি তাই ;
ওরে তাকেই দেখে তাকেই দেখে
তাকেই দেখে ভাই ॥
নয়ন আমার কি দেখিল
কর্ণ আমার কি শুনিল,
প্রাণ যে আমার কি বুঝিল
আমি বুঝতে নারি তাই।

তার বিশ্ব রঙ্গ দেখে দেখে
প্রাণ যে আমার থেকে থেকে,
জেগে উঠে নেচে উঠে
ধিন্ ধিন্ ধিন্ তাই;
আমি বুঝতে নারি বুঝতে নারি
বুঝতে নারি ভাই॥
আমি পাই বা নাহি পাই
আমি তাকেই চাইরে ভাই,
আমার চোখের আলো প্রাণের আরাম
সর্ব্বস্ব যে তাই।
আমার কথা ভাবিস্ নারে
আমি তোদের কেউ নহিরে,
প্রাণ সখাকে প্রাণ দিয়েচি
আমার কিছু নাই;
আমি জগজ্জনের চোখ রাঙ্গানীর
ধার ধারিনে ভাই॥

মা।

—:o:—

আমি তাই মা, মা, বলে যে ডাকি
মা বিনা আমার
কেবা আছে আর,
মা বিনা চৌদিক শূন্য দেখি।
এ সুন্দর ধরা রবি শশি আলো
মা বিনা কিছুই লাগে নাকো ভালো,
অনন্ত তিমিরে দিক আবরিল
ভয়ে মন প্রাণ উঠে যে চমকি।
কার হাস্যমাখা নবারুণ মুখ
পূরব গগণে জ্যোতির্ম্ময় রূপ,
নাশিতে জীবের সব শোক দুঃখ
অপরূপ সাজে সাজিলে মা কি ?
জগত মোহিনী অতি নিরুপমা
স্নেহ করুণার কনক প্রতিমা

জগতবন্দিনী কার মনোরমা ?
হর মন তুই মোহিনী না কি ?
পৃষ্ঠে বিলম্বিত বিমুক্ত কুন্তল
(যেন) ঘন কাদম্বিনী গগন ছাইল,
মুখে মার হাঁসি দামিনী প্রকাশি
ঘন ঘোর দিশি প্রকাশে একি !
ভক্ত ভয়হারী চরণ কমল
ভক্ত হৃদি-সরে ফুটিয়া উঠিল
বিষয় বাসনা মরাল ব্যাকুল।
আকুল হইয়া উঠিল এ কি !
ত্রিজগত মুগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় রূপে
দি সরোবরে শোভন স্বরূপে,
আয় না আমার জগদম্বিকে
তোর ঐ রাঙ্গা চরণ নিরখি !
আয় মা আমার শুদ্ধ-বুদ্ধি ভাতি
আঁধারে আলোক হৃদে জ্ঞান জ্যোতি
আয় মা আমার পরমা নির্বৃতি
প্রাণভরে আজ তোমাকে দেখি !

ইন্দ্রিয়ের শত ক্ষণিক প্রকাশ
মার কালোরূপে হলো সব নাশ
জ্ঞান খড়্গে চূর্ণ করি মোহ পাশ
দেয় ও সান্ত্বনা করুণ আঁখি।

করুণাময়।

—(:*:)—

সাগর মাঝে কে গো নেয়ে
যাচ্চ চলে তরি বেয়ে,
যাবার বেলা করুণ আঁখি
করছে ছল ছল।
কার পানেতে চেয়ে আছ
কার তরেতে দাঁড়িয়ে আছ
কার প্রেমেতে পরাণ তব
করছে টলমল।

প্রিয় অতিথি।

—:০:—

আসিল কি আজি আসিল কি মোর
হৃদয় ফুলের অলিয়া ?
তাই ডালে ডালে গাহিছে কি পিক
পঞ্চম স্বরে মাতিয়া।
বনে বনে কত বনফুল রাজি
চমকি উঠিল ফুটিয়া
কেন ডালে ডালে নব কিশলয়
কার প্রেমে উঠে জাগিয়া ?
এস এস এস বঁধুয়া আমার
বস এ হৃদয় কমলে,
ধুয়াইয়ে দিই চরণ তোমার
ব্যাকুল আঁখির সলিলে।

———

আশা।

নয়ন জলে ধুইয়া হৃদয় শূন্য করিয়া
আজি রেখেছি,
তুমি আসিবে, তুমি আসিবে, তুমি ডাকিবে
আমায় ভেবেছি।
বাঁশী বাজিবে, মন হরিবে, তুমি আসিয়া
আমি সেই ভরসায় তোমার আশায়
বসে রয়েছি।

শ্যাম চাঁদ।

শ্যাম চাঁদ উদয়ে কিবা লাজে শারদচন্দ্ররে
বৃন্দারকে দেববৃন্দ চরণযুগ বন্দেরে ॥
নয়ন হেরিয়া রূপ মাধুরী
গুমরি গুমরি কাঁদেরে,
ছুটিয়া হৃদি লুটিয়া পড়ে
শ্যামপাদ পদ্মেরে ॥

কালীয়-ফণি দর্পমথন
গোপিনীকূল বাস-হরণ
ভক্ত আকুল পরশি চরণ
যাচে ব্রজ-নন্দেরে ॥

——

শুভাগমন।

——:০:——

হৃদয় দেবতা আসিল কি মোর
শঙ্খ বাজে কি তাই,
আরতির দীপ থাকিয়া থাকিয়া
জ্বলিয়া উঠে কি তাই?
ধূপ সুগন্ধে দিকদিগন্ত
ভরিয়া উঠিল কত,
আম্রমুকুল-গন্ধে ব্যাকুল
কোকিল কুজনে রত।
চৌদিকে আজি ফুটে উঠে ফুল
পেয়েছে কাহার সাড়া?

গগণে অগণ্য দীপালির মত
চমকে চন্দ্র তারা।
বসন্ত উদিল হৃদয়ে সবার
মলয় বহে যে ধীরে,
এত দিন পরে প্রবাস হইতে
সখা কি আসিল ফিরে ?
যদি এসে থাকে বন্ধু আমার
মাধুরী নয়নে মাখা,
গোপন আবাসে ডেকে নে রে তারে
প্রাণে প্রাণে হ'ক দেখা।
(আজি) লুটায়ে পড়রে হৃদয় আমার
লুটারে চরণ-তলে,
সখা যে এসেছে এ দীন আবাসে
আমাকে লইতে তুলে।
ফেলে দে রে আজি দূরে ফেলে দে রে
সকল চিন্তা কর্ম্ম,
শুন বাজে বাঁশী কি করুণ সুরে
ছিঁড়িয়া সকল মর্ম্ম।

প্রেমাশ্রুধৌত হৃদয়ে তোমার
　　বসারে আদর ক'রে,
কত দিবসের বিরহ বেদনা
　　যাক সব ম'রে ম'রে।
মধু হ'ক আজ অনল অনিল
　　মধু ক্ষরে যেন সলিলে,
ফুলে ফুলে মধু ভরিয়া উঠুক
　　গন্ধ-মুদিত মুকুলে।

পথ হারা।

পথের ধুলিতে নয়ন অন্ধ
　　দেখিতে কিছু যে পাই না,
ঘন ঘোর ঘটা ঘেরিল আকাশ
　　আঁধারে পথ যে পাই না।
যে পথ ধরিয়া ফিরে যাব গৃহে
　　সে পথ চিনিতে পারি না,
কে যেন আমারে টানে জোর করে
　　কোথা এনে ফেলে বুঝি না।

যে জন আমার আঁখি খুলে দিবে
সে জন আমার কোথা গো,
(আমি) তাহারি তলাসে ফিরি দেশে দেশে
হেথা সেথা কত ধাই গো।
অন্ধ নয়ন-মণি যে আমার
কোথা প্রভু তুমি, কোথা গো,
পথ হারা হয়ে ভ্রমি পথে পথে
একবার চাহি দেখ গো।
চলি চলি করে জীবন ফুরালো
তব পথে চলা হলো না,
দেখি দেখি করি জীবন কাটিল
দেখা যে তোমায় হলো না।
অন্ধ নয়ন, বধির শ্রবণ
পঙ্গু চলিতে পারি না,
(যদি) ডাকিয়া না লহ আপনার কাছে
আর তো কাহারে চিনি না।

"গাঙ্গংবারি মনোহারী অচ্যুতচরণাচ্যুতম্"।

—*—

অধম সন্তানে হের মা গঙ্গে !
ভয়ে ভীত আমি কাল ভ্রুভঙ্গে।
তব পদে মাগো শরণ যে লয়
মহাপাপী হলেও পায় সে অভয়,
ভক্ত তব যারা অনায়াসে তারা
তরে ভববারি অতি নিঃশঙ্কে।
জ্ঞানী ভক্ত সাধু তরে অনায়াসে
পাপী বসে থাকে তব কৃপা আশে,
কেহ নাই যার, আছ তুমি তার
চাহ দীন-হীনে করুণাপাঙ্গে।
তটে বসে দেখি তব নৃত্য লীলা,
তরঙ্গের সাথে তরঙ্গের মেলা,
দীনে পার মাগো কর এই বেলা
আয়ু যায় চলে কালের সঙ্গে।

তুমি যদি দয়া কর এই দীনে
ভয় নাহি করি এ ভব তুফানে,
অনায়াসে ফাঁকি দিয়ে মা শমনে
পারে যাব চলে অতীব রঙ্গে।

কলঙ্কিনী।

——(:•:)——

পাগল আমায় পাগল করেছ
গৃহের করেছ বার,
সারা এ ভুবনে দাঁড়াবার স্থান
নাহি কিছু মোর আর।

এম্‌নি করিয়া করেছ জব্দ
কলঙ্কে ভরেছে দিক্‌,
স্বজন বন্ধু ছেড়েছে আমায়
পাই না মাগিয়া ভিক্‌।

সবাই ছেড়েছে আমার সঙ্গ
আমিও ছেড়েছি সব,
নিরালা এ প্রাণে লেগেছে তোমার
প্রেমের মহোৎসব।
এমন করে কি সখা গো আমার
চরণে দলিতে হয়,
কত অপযশ রটিতেছে লোক
কলঙ্ক ভুবনময়।
কুলকলঙ্কিণী করেছ আমায়
তাহাতে ক্ষতি তো নাই
কলঙ্কে কি ভয় যদি পাই অভয়
চরণ কমলে ঠাঁই।

শঙ্কাহীন।

সবাই ভাল থাকে যদি
আমায় ভালোয় পড়ুক বাজ

তুমি আমার আছ যদি
অন্য ধনে আর কি কাজ।
হৃদয়-সখা তুমি আমার
তোমায় যদি নাহি ভুলি,
কিসের মৃত্যু কিসের ব্যথা
শোকে রোগের জলাঞ্জলি।
দুঃখ যত পেতে হবে
তাতে আমি ডরাইনাকো,
দীনের সখা দীনকে যদি
কৃপা করে চরণে রাখ।
মৃত্যু আসুক, দুঃখ আসুক
যা হবার তা হউক সব,
তুমি আমার প্রাণের আরাম
চিদানন্দ শ্রীমাধব।
সংসারের মানুষ যারা
পাগল আমায় বলে বলুক,
তাদের মুখে দেশ বিদেশে
যতই আমার কুনাম রটুক।

হৃদয় সখা তুমি আমার
তোমায় যদি বাসি ভাল,
তাতেই আমার সব হলো যে
লোকের কথা কেন তোল ?
তুমি আমায় বাস ভাল
এতেই চিত্ত মেতে আছে,
আর কিসেরই ভয় বা আমার
অখ্যাতি তো হয়েই গ্যাছে।
জগত জুড়ে কুনাম রটুক
তাতে আমার নাইকো লাজ,
তুমি যে মোর প্রাণের বঁধূ
হৃদয় রাজ্যের মহারাজ।
লোকের রচা অখ্যাতিতে
আরতো নাহি ডরাই আমি,
তুমি থাক প্রাণ জুড়ানো
হৃদ্‌কমলে হৃদয় স্বামী।
তোমায় শুধু জানি আমি
আর কাহাকেও চিনিনাকো,

প্রাণের অধিক তুমি আমার
প্রাণের মাঝে জেগে থাক।

কামনা।

দুঃখে যদি হরি তোমাকে স্মরি
সুখ কেন করি কামনা,
সুখে যদি নাথ তোমাকে ভুলি
সুখ কেন করি বাসনা ?
দুঃখ যদি নাথ সুখ পোরা এত
আর সুখ কিছু মাঙ্গিনা,
সুখ যদি দেয় ভুলায়ে তোমায়
সুখী হতে প্রভু চাহিনা।
একি ইচ্ছা তব হে দীন বান্ধব
প্রভু, সুখে কেন এত ছলনা
সুখে যদি হরি তোমাকে পাশরি
আমি শত দুঃখ করি কামনা।

বন্ধন মুক্তি।

—:•:—

হৃদয় টুটিয়ে শত খান হয়ে
পড়ুক তোমার চরণে লুটিয়ে
এই তব কাছে চেয়েছি।
কেহ নাই মোর আপন বলিয়া
তাই প্রাণনাথ ব্যাকুল হইয়া
তোমা পানে ছুটে চলেছি॥
তুমি নিজ পানে টানিছ নিয়ত
তাই তো বাঁধন ছিঁড়ে যায় কত
বুঝেছি তা যেন বুঝেছি।
জানি জানি তুমি লইবে তুলিয়া
থাকিতে নারিবে বিমুখ হইয়া
দীন নাথ তব করুণা জানিয়া
চরণে ছুটিয়া এসেছি॥

———

বিলম্ব হউক।

বিলম্ব হউক সখা তাহে কোন ক্ষতি নাই,
আসিবে যে একদিন ইহাতে ভরসা পাই।
আজি যে আসিতে হবে তার কিবা আছে মানে,
এস একদিন হেথা তব অবসর ক্রমে।
তব আশে বসে আছি কত শত যুগ হ'তে,
আসিবে আসিবে চেয়ে আছি এই আশা পথে।
তব পথ পানে চাহি নয়ন পলক হীন,
প্রতিদিন কত আশা হৃদয়ে হতেছে লীন।
হৃদয় কমল মাঝে আসন বিছায়ে একা,
বসে আছি কত যুগ টের কি পাওনি সখা ?
কেঁদে কেঁদে নয়নের শুকায়েছে অশ্রুধারা,
ভাবিয়া ভাবিয়া মন হয়েছে পাগল পারা।
আর যে অপর কথা কিছু লাগেনাকো ভাল,
মনে মনে ভাবি সদা ও রাঙ্গা চরণ তল।
অন্য আশা নাহি কোন ভাবনা কিছুর তরে,
শুধু বসে আছি নাথ তোমার ভরসা করে।

আসিবে যে দিন প্রিয় এই মোর ক্ষুদ্র বাসে,
সে কি আনন্দের দিন বসে আছি তার আশে।
বিলম্ব হউক সখা তাহে কোন ক্ষতি নাই,
আসিবে আসিবে তুমি এ কথা শুনিতে চাই।
তোমার সে দিব্যরূপ প্রতি জীব হৃদে আঁকা,
মোহন মধুর ঠাম ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম বাঁকা।
সে করুণ মাখা দৃষ্টি মধুর পরশ তব,
নয়নে নয়ন রেখে কি দেখা দেখিয়ে ল'ব।
হৃদয় নিভৃত কুঞ্জে রব তাই সদা জাগি,
যদি পাও অবসর আসিও এ ভিক্ষা মাগি।
অন্য কাজ থাকে সখা সব তুমি লহ সেরে,
যখন রবেনা কাজ এস এ কুটির দ্বারে।
আমি ব্যস্ত নহি কিছু হ'ক না বিলম্ব আরো,
আসিবে আসিবে তুমি প্রেমিক শুভঙ্কর।
কাঁদাতে আপন জনে ভাল নাহি বাস কভু,
ব্যথা দিতে নিজ জনে বেদনা পাও যে প্রভু।
তুমি আসিবে না হেথা এ বিশ্বাস করিনাতো,
তুমি যে করুণাময় করুণা-গলিত চিত্ত।

জানি আমি তাই কোন ব্যাকুলতা নাহি মোর।
আসিবে আসিবে তুমি এ আনন্দে আছি ভোর।

রাখাল রাজা।

—:•:—

আয় ভাই আমাদের সকলের রাজা তুই
তোকে যে সাজাব দিয়ে মল্লিকা মালতী যুঁই।
প্রেম অর্ঘ আনিয়াছি সাজানো হৃদয়-থালে
পূজিব তোমারে ভাই মাখায়ে নয়ন জলে।
আমাদের স্নেহ প্রীতি ফুল্ল কুসুম থরে
তোর রাঙ্গাপদ দুটি সাজাব সুন্দর করে।
সুনীল তনুতে তব চন্দন মাখায়ে দিব
ফুলে ফুলে তোরে আজি ফুলরাজা সাজাইব।
বন উপবন হতে গোলাপে ভরিব ডালা
চম্পক কমল বেলে রচিয়ে মোহন মালা।
তোমার গলাতে আজি পরাইয়া দিব ভাই
কি সুন্দর সাজিবে তা মনে মনে ভাবি তাই।

শ্যামল কোমল তৃণে দিব ফুল বিছাইয়ে
সেখানে বসিবে তুমি আমাদের রাজা হয়ে।

মূঢ়তা।

—:**:—

সূর্য্য গেল অস্তাচলে সন্ধ্যা নেমে আসে।
ওরে পথিক এখনো তুই ভাবিস কিবা বসে?
কত সে দূর যেতে না হবে দীর্ঘ পথ বাহি।
কিসের মোহে আছিস ভুলে হায়রে মূর্খ রাহী॥
আঁখির মোহ ঘুচারে পান্থ! বহে যে গেল বেলা।
সাথীরা তোর চলে যে গেল ভেঙ্গে যে যার খেলা॥
ভাঙ্গা হাটে আছিস বসে কিসের তরে আরো।
এখনও উঠ তরণী ঘাটে পেলেও পেতে পার॥
একটু পরে আঁধারে দিক ভরিয়া যবে যাবে।
বনের মাঝে নদীর পথ খুঁজে তো নাহি পাবে॥
কিসের আশে খোয়ালি খেওয়া, হারালি তোর দিন,
সারা রাত্রি কাটাবি কিসে হায়রে মতি হীন॥

পারের কড়ি যদি কিছু থাকেরে সাথে তোর।
এখনো ছুটে পারিস যেতে হয়নি তেমন ঘোর॥

কে?

—:o:—

আমায় ডাকিল কে?
কাহার বাঁশরীসুরে পরাণ পাগল করে,
কে আমায় হেঁসে ভালবেসে, বেসে
কেন সুধাভাষে ডাকে যে সে।
আমার পরাণ মাতালো কে?
কি যে রূপরাশি আঁধার-বিনাশী
আলোক প্রকাশি উদিল রে,
কেমন চাহনি, কোমল মুখানি
চাঁদিমা লাবণী মাখানো রে॥
আমার নয়ন ভুলালো সে।
নয়ন-নলিনী পরাণ-হরনী
নীলকান্ত জিনি তনু সে রে
শিরে শিখি-পাখা, আঁখি প্রেমমাখা
হাঁসি হাঁসি দেখা দিল যে রে॥

মোরে পরশ করিল যে।

আসিয়া শীতল করে, পরশ করিল মোরে

করুণ কোমল স্বরে, আমায় ডাকিল যে ;

মাধুরী মাখানো কথা ঘুচায় হৃদয় ব্যথা

কি যে গো অমিয় গাথা আমারে শুনালো সে

আমার হৃদয় জুড়ালো কে ?

আত্ম নিবেদন।

জানিছ সকলি নাথ কুলটা হয়েছি
তোমা হেন পতি ভুলে বিষয়ে মজেছি।
পাপের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলেছি
ভাল যা যা দিয়েছিলে সব হারায়েছি।
দয়াময় নাম তব জগতে বিদিত
কেহ কভু নহে তব দয়ায় বঞ্চিত।
তোমার দয়ার কথা শুনি হরষিত
সাহসে করিয়া ভর বাঁধিয়াছি চিত।

এসেছি তোমার কাছে বড় আশা মনে
দিবে বল যুঝিবারে রিপুগণ সনে।
বিস্তীর্ণ সংসারে তব খাটি প্রাণপণে
প্রাণ দিব জগতের মঙ্গল সাধনে॥
তব বলে তব কার্য্য হইবে সাধন
তোমার হইব কিছু না রবে আপন।
নারায়ণ গুরু সাক্ষী করিলাম পণ।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন॥

৺ যতীন্দ্র নাথ বিশ্বাস।

স্বীকার।

—(০)—

তুমি যে নিকটে নাই
মানবো না তা মানবো না
তুমি যে হৃদয়ে নাই
শুনবো না তা শুনবো না।

সবার কাছে বলবো আমি
আছ তুমি আছই তুমি,
মোর এই দেহ, মনে, প্রাণে আছ
ভুলবো না তা ভুলবো না।

নাই বা ধরা দিলে মোরে
তুমি তো মোর হৃদ্‌মাঝারে,
আমার সব খানিকে পরশ করে
সে তো গোপন করা চলবে না।

নাই বা কথা কইলে ঠাকুর
কাছেই আছ নও বেশী দূর,
বিশ্ব মাঝে তোমার সে সুর
ভুলতে তা তো পারবো না।

কাণে শুনে নয়নে দেখে
কার পরশ এ গায়ে ঠ্যাকে,
প্রাণ সাড়া দেয় কাহার ডাকে
আজ কেমনে তাকে চিনবো না।

এ কি প্রভু বেশ পরেচ,
সবার মাঝে সব হয়েচ,
এবার ধরা পড়েই গ্যাছ
পালাতে আর পারচ না।
প্রভু রচিয়া এ বিশ্ব মেলা
ফাঁকি দিয়ে করছ খেলা,
এবার কিন্তু যাবার বেলা
নাগাল তোমার ছাড়চি না।

অজ্ঞাত।

—:•:—

চেয়েছি যা আমি দিয়েছ তা তুমি
কৃপণতা কভু করনি,
আমি তোমায় চাহিনি তাই কোন দিনই
দেখা দিতে তুমি আসনি।
তুমি যে আমার নয়নে আলোক
তুমি যে আমার হৃদয়ে পুলক
এ কথা ভাবিয়া দেখিনি;

তাই তোমাকে না চাহি কি যে চাহিয়াছি।
কি লইতে ভুলে কি যে লইয়াছি
বুঝিতে তাহাতো পারিনি।
যবে খুলে দিলে নয়ন অমার
ধাঁধা গেল কেটে দেখিনু তোমার
অপরূপ রূপ এমনি,
যাহা কিছু ছিল দিনু ছুড়ে ফেলে
লুটায়ে পড়িনু ঐ পদ তলে
তুমি তুলে নিলে তখনি।
হৃদয় সরসে তোমার পরশে
ফুটিয়া উঠিল নলিনী,
কি যে দেখিলাম বিঁধে দিল প্রাণ
তোমার আকুল চাহনি।

দৃঢ় বিশ্বাস।

—:•:—
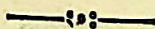
কেন আমি নিরাশ হব ?
যে যা বলে বলুক তারা
আমি চরণ পাবই পাব।
পাপ করেচি ফল ভুগেচি
শোধ গ্যাছে সব কর্ম্মফল,
এখন যে দিকে তার বাজবে বাঁশী
সে দিক ধরে ছুটে যাব।
মানা কারো শুনবোনাকো
দিবানিশি নাম গাহিব,
পাপের ফল বা যদিই ফলে
ঐ নামের গুণে তরে যাব।
ভুগবার যাহা ভুগেই লব
ওজর কিছু না করিব,
যদি মরণ বেশে আসে সখা
তবে চরণ ধরে মরণ চাব।

এ সংসারে যে ফল ফলে
সে ফল পানে না চাহিব,
গুরু দত্ত সাধনার ধন,
দিবানিশি তাই সাধিব।
সুখ দুঃখ দুটি ফলের
ফাঁদে কভু না পড়িব,
সর্ব্ব ফলদাতা যিনি
হৃদয়ে তাঁরে ভাবিব।
মোহের ঘোরে যদি দূরে
মন আঘাটাতে গিয়েই পড়ে,
তবু আমি ডরিবনাকো
তরি খানি বেয়েই যাব।
গুরু-বলে দিব পাড়ি
ভাসতে ভাসতে চলবে তরি,
পারাপারের যে কাণ্ডারী
অবশ্য তার নাগাল পাব।

———

জাগ জাগ।

—:॰:—

মম হৃদয় তরু শাখে জাগ জাগ
আজি গাহ গাহ পাখী,
লহ নাম তাঁর বারবার
প্রেম সুধায় মাখি।
প্রভাত রবির উদয়ে যাঁর
প্রেম আলোক হেরি,
অস্ত রবির কিরণে হের
তাঁর করুণাপূর্ণ আঁখি।
ভেবনারে মন ভেবনারে আর
ভাবনা কিছুই নাই,
জীবনে মরণে হৃদয় রতনে
হৃদয়ে নিয়ত পাই।
মৃত্যু কোথায় দুঃখ কোথায়
বিরহ বেদনা নাহি।
অরুণ কিরণে প্রেমময় মোর
(আছে) হৃদয় পানে চাহি।

———

প্রেমানন্দ।

—:*:—

প্রেমানন্দে সুখদছন্দে
বন্দনা কর তাঁহাকে,
সুন্দর ঘন তম নাশন
সাধন ধন প্রভুকে।
অরুণ আলোকে হাঁসিছে বিশ্ব
পূলকে পূর্ণ চাঁদিমা আস্ত
প্রেমানন্দে নিখিল দৃশ্য
প্রণতি করিছে যাঁহাকে।

হাঁসিছে কুসুম সুচারু হাসিনী
হাঁসে সরোবরে কুমুদ-নলিনী,
জ্যোৎস্না পুলকে নিখিল যামিনী
আরতি করিছে যাঁহাকে।

হিমাদ্রি গলিছে যাঁহার ধ্যানে
নাচিছে সাগর বিহ্বল প্রাণে
উলসে নৃত্য করিছে নদীরা
সঘনে ডাকিছে যাঁহাকে।

নীলিমাকাশে নীরদ মালা
গহন কুঞ্জে কুসুম বালা
কাহার প্রেমে হইয়ে উতলা
হাঁসিছে কত না পুলকে।
যেন প্রিয়তমে হেরিয়া অদূরে
হেঁসে হেঁসে তাই ঢলিয়া পড়ে,
হৃদয় যন্ত্র কাহার মন্ত্রে
ভরিয়া উঠিছে ক্ষণেকে।
এ ভুমানন্দ যাঁহার করুণা
রে মূঢ় চিত্ত তাঁহারে ভাবনা
তাঁহার চরণ ধ্যান শরণ
বার বার নতি তাঁহাকে।